রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

বিষাদ।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

(এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

শ্রীমতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে,
মেঃ ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

অলর্ক ... ... অযোধ্যার রাজা।

মাধব ... ... রাজবয়স্ত।

শিবরাম ... ... রাজমন্ত্রী।

জিৎসিং ... ... কাশ্মীররাজ।

ফকিরত্রয় বা উদাসীনত্রয় ... মাধবের ভ্রাতাগণ।

চোরগণ, দূত, প্রহরী, সেনাপতি ও সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সরস্বতী (বিষাদ) ... রাজরাণী।

উজ্জ্বলা ... ... জনৈক বেশ্যা।

সোহাগী ... ... বেশ্যা সহচরী।

রাজমাতা, সরস্বতী (ছায়ামূর্ত্তি) ও পরিচারিকা ইত্যাদি।

বিষাদ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—সাধারণের উপবন।

(সরস্বতী ও মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। কে তুমি, মা?

সরস্বতী। আমি রাজরাণী।
লোক মুখে শুনি
নৃপতির প্রিয়পাত্র, তুমি মহাশয়,
ওহে সদাশয়,
করুণায় অবলার রাখ প্রাণ!

মাধব। কহ, মাতা, কিবা প্রয়োজন—
পুত্র তব কি কার্য্য সাধিবে?

সরস্বতী। রাজার নন্দিনী—রাজার ঘরণী,
কিন্তু মম সম দুখিনী রমণী,
ধরণী ধরে না আর।
যেই নারী কুটীর নিবাসী,

ভিক্ষা অন্নে করে নিত্য উদর পূরণ,
বল্কলবসনা দীনা,
তুলনায় সেও রাজরাণী।
আমি কাঙ্গালিনী,
পতিধনে বঞ্চিতা জীবনে।
তাই, মহাশয়, তবাশ্রয় করেছি গ্রহণ,
স্বামিরত্ন ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার।
দেশে দেশে ঘোষে তব নাম,
তব যশে পূর্ণ এ নগরী,
অদীন এ রাজ্য শুনি তব কৃপাবলে;
আমি দীনহীনা,
কৃপাকণা কর বিতরণ।
মহাজন! দেহ মম মনোমত ধন,
পূর্ণ কর অধিনীর আকিঞ্চন।

মাধব। মাতা!
আমা হ'তে কি উপায় হবে?

সরস্বতী। প্রতারণা কোরনা দুখিনী সনে।
বালক সমান
রাজা ফেরে ইঙ্গিতে তোমার,
তব বাক্য বেদ সম মানে;
তব সঙ্গে সদা রঙ্গে ফেরে,
রাজ্য যায়—ফিরিয়া না চায়,
প্রাণ মন কায় সমর্পণ তব প্রেমে।
উদ্ঘাটিত ভাণ্ডারের দ্বার,

তোমার কথায় অকাতরে করে দান,
যবে যেবা তব অভিলাষ
আয়াসে পূরাণ তাহা।
তবে কেন কর হে বঞ্চনা ?
পূর্ণ কর সতীর কামনা,
পতি ভিক্ষা চাহি তব পায়।

মাধব। শুন সতি !
ভগবতী পূরাণ সতীর সাধ,
কায়মনে কর দেবী পতি উপাসনা,
পূরিবে বাসনা।
যাও গৃহে,
কুলনারী এ স্থানে না শোভা পায়।

সরস্বতী। কোথা পাব পতি দরশন,
পূজিব চরণ তাঁর ?
তবে আর কিবা ভিক্ষা চাই ?
দরশন পাই,
এইমাত্র যাচিঞা আমার।
পেলে তাঁর যুগল চরণ,
ধৌত করি নয়ন সলিলে,
কেশদামে চরণ মুছাই ;
হৃদি-সিংহাসনে বসায়ে যতনে,
সে চাঁদ বদন হেরি।
সতীগর্ভে জনম আমার,
পতিপূজা জানি জন্মাবধি।

কৃপানিধি! পার যদি, দেখাও পতিরে!
মাগি পতি—
পতিপূজা উপদেশ নাহি যাচি।

মাধব। শুন মা কল্যাণি!
কুলের কামিনী—
প্রকাশ্যে এস্থানে এসেছ কেমনে?
আমি পর—রাজার নফর,
মম সনে বাক্যালাপ নহে ত উচিত?
শুনিলে ভূপাল, ঘটিবে জঞ্জাল,
ফিরে যাও, সুলোচনে!

সরস্বতী। কাদম্বিনী-পালিতা তটিনী,
লোক অগোচরে পর্ব্বত গহ্বরে বৈসে;
কিন্তু যবে সাগর উদ্দেশে,
উন্মাদিনী বেশে,
ধায় বামা মনোবেগে—
সুস্থান কুস্থান নাহি জ্ঞান,
অবিরাম গতি চলে,
পতিপদতলে মিলায় আপন কায়!
কি অধিক বাড়িবে জঞ্জাল?
বিচ্ছেদে বিদরে প্রাণ—
মৃত্যু শ্রেয়ঃ পতি যদি নাহি পাই।

মাধব। আমি শত্রু তব শুন, সুকেশিনি!
শত্রু আমি—মিত্র নাহি কর জ্ঞান।
দিবসশর্ব্বরী মনে মনে করি,

রাজ্যেশ্বরে কবে করিব ভিখারী—
রাজ্য কবে দিব শত্রুকরে।
পরিহরি সুন্দর ভবন, ছেদি প্রণয়বন্ধন,
পতি তব বনে বনে করিবে ভ্রমণ—
এই ধ্যানে বঞ্চি রাজপুরে।
নহি একা,
চারিজন এ কার্য্য সাধনে ;
নিত্য আনি বারবিলাসিনী—
যেন পত্নী সনে
কদাচিৎ দেখা নাহি হয়।
নিত্য নিত্য আনি দীনজন,
ভাণ্ডারের ধন, করি বিতরণ—
যেন কপর্দ্দক রাজকোষে নাহি রয়।
রাখি আমোদে উন্মত্ত নিরন্তর,
নাহি অবসর,
রাজকার্য্যে করে দৃষ্টিপাত ;
নিশিদিন রহি সাথে সাথে,
কোন মতে যেন নাহি ফিরে মন।
বুঝ মনে,
আমা হতে উপায় কি হবে তব ?"

সরস্বতী। মহাশয়! কিবা প্রয়োজনে
অবলার সনে কর ছল ?
যেই মত করিলে বর্ণন,
তুমি কদাচিৎ নহ সে দুর্জ্জন,

উচ্চাশয় প্রকাশে বদন চারু,
করুণায় পূর্ণ দুনয়ন—
মহাজন!
অকারণ কেন কর প্রতারণা?

মাধব। শুন সুবদনি!
নহে মিথ্যা বাণী,
সত্য আমি রাজসংসারের অরি।
তুমি নারী,
কপটতা নাহি করি তোমা সনে।

সরস্বতী। সত্য তুমি অরি?

মাধব। সত্য।

সরস্বতী। সত্য যদি অরি—নাহি ডরি!
হোক্ তব অভীষ্ট পূরণ,
যায় রাজ্য যাক্ ছারখার,
শূন্য হ'ক্ রাজার ভাণ্ডার,
হ'ন পতি বারনারী রত—
খেদ নাহি করি তায়;
দিনান্তে বারেক দরশন,
এ জীবনে বাঞ্ছা মাত্র মম;
তাহে তুমি নাহি হও বাদী—
পায়ে ধরে সাধি,
বড় সাধ পতি দরশনে,
কৃপা করি পূরাও বাসনা।

মাধব। আমি সেই সাধে বাদী।

রাজ্য যদি রহে, তাও প্রাণে সহে,
ধন জন রহে, তাহে নাহি তত ক্ষোভ,
কিন্তু করি প্রাণপণ,
কদাচন তব সনে না হয় মিলন—
বৃথা এ সাধনা, বালা!

সরস্বতী। ভিক্ষা অন্নে কর তবে জীবন যাপন!
তরুতলে কর বাস! হোক বংশনাশ
দীন হীন ঘৃণ্য হও সবাকার!
ঋক্ষ ব্যাঘ্র সনে বঞ্চহ বিজনে—
যেন নরে ডরে নাহি হেরে মুখ!
কেঁদে কেঁদে কর দিনপাত!
মম সম শেল যেন বাজে তব বুকে!
লব তব উপদেশ;
পূজি' ভগবতী,
প্রাণপতি পাইব আমার।

মাধব। সতী বাক্য শিরোধার্য্য মম!

সরস্বতী। নাহি কর উপহাস!
যদি কভু এ হেন সম্ভবে—
সূর্য্য নিভে—কক্ষচ্যুত হয় চন্দ্রতারা;
সমীর অচল,
সাগরে না রহে জল—
মিথ্যা কভু নাহি হবে অভিশাপ!

[সরস্বতীর প্রস্থান।

মাধব। আমার অদৃষ্টে এ সতীবাক্য কতদিনে পূর্ণ হবে?

(তিনজন ফকিরের প্রবেশ।)

প্রঃ ফ। প্রভু, হাস্‌ছেন কেন?

মাধব। আজ একটী অমূল্য রত্ন পেয়েছি, তোমাদের অংশ দেব কিনা ভাব্‌চি।

দ্বিঃ ফ। কি রত্ন?

মাধব। সতীর অভিশাপ। আমি সংসারে দীন হীন ঘৃণা হব, ভিক্ষান্নে জীবন যাপন কর্‌ব, নর-সহবাস পরিত্যাগ করে বিজন স্থানে অবস্থান কর্‌ব, কেঁদে কেঁদে দিন যাবে। সতী পতির নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলা, সেইরূপ ব্যাকুলতা আমার লাভ হবে।

প্রঃ ফ। প্রভু! এ রত্নের আমরা অংশী। আপনি দেবেন না, আমরা জোর কোরে নেব; যদি কোন সতীকে মনস্তাপ দিয়ে থাকেন, আমরা আপনার দাস, সুতরাং আমরা সে পাপের অংশী।

মাধব। ভাল, অংশী হও হবে, অলর্ক আসছে, চুপ কর!

(অলর্কের প্রবেশ।)

অলর্ক। কিহে, মাধব, কি কচ্ছ?

মাধব। ধরেছে!—মহারাজ রক্ষা করুন!

রাজা। কি কি?

অলর্ক। বাঃ বাঃ! এ বড় মজা, আবার গাও, আবার গাও—

(ফকিরগণ মাধবকে ধরিয়া)

প্রঃ ফ। তবে রে!—পালিয়ে এয়েছ?

অলর্ক। তোমরা কে?

দ্বিঃ ফ। আমরা ইয়ার। আমাদের প্রাণের ইয়ার পালিয়েছিল, আজ ধরা পড়েছে।

অলর্ক। কি হে মাধব! এ পাগলগুলো কে?

মাধব। ও এক মজা আছে, বল্‌ছি। বলি; কি হে! তার দেখা পেলে?

প্রঃ ফ। না, ভাই, প্রাণ কেড়ে নে পালাল—হায়রে কোথায় গেল? দেখা দিয়ে লুকাল!

মাধব। তবে আর আমায় ডাক্‌ছ কেন?

প্রঃ ফ। ডাক্‌ছি কেন? আমরা খুঁজে মরবো, আর তুমি ঘরে বসে থাক্‌বে? তা হবে না।

অলর্ক। কি হে, ব্যাপারখানা কি বল না।

(ফকিরগণ ও মাধব।)

মল্লার—দাদ্‌রা।

আমরা চার রকমের চার বিরহিণী,
বিচ্ছেদে মনের খেদে ঘুরি দিবা যামিনী।
কারুর বুকে ছার পিরীতের দমা ধরেছে,
কেউ পিরীতের কম্বনীতে জ্যান্তে মরেছে,
কারুর লজ্জা সরম্, ধরম্ করম্, সকল হরেছে;
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি, তবু পিরীত ছাড়ি নি।
প্রেম ক'রে কেউ আড় নয়নে চায়, কেউ ধূলো মাথে গায়,
পিরীত তোরে বলিহারি হায়!
কেউ নয়ন জলে গাঁথি মালা
কেউ বা প্রেমে মানিনী!

অলর্ক। বাঃ বাঃ! এরা ত সব-লুটেয়া! মাধব, এদের যত্ন করে রেখে দাও।

তুঃ ফ। চুরে রাঃ চাঃ (দৌড়িয়া পলায়ন।)

মাধব। পিরীতে উঠি পড়ি তবু পিরীত ছাড়িনি!

অলর্ক। বলি ও মাধব! তুমিও কি এক বিরহিণী না কি?

মাধব। মান করেছি মানিনী—

পিরীতে উঠি পড়ি তবু পিরীত ছাড়িনি!

অলর্ক। আজ এর ভারি নেশা হয়েছে। ও মাধব! ও মাধব! মাধব!

মাধব। বাপ্‌রে বাপ্ কি হলো বাপ্ পিরীতের কি কম্বুনি—

আমার হৃদমাঝারে কামড়ে নেছে বৃকভানুনন্দিনী!

অলর্ক। বলি ও মাধব! মাধব! থাম না।

মাধব। পিরীত্ পরখ কর্‌তে গেলে দেখ্‌বে তখন কুঁজনি

জড় সড় কর্‌বে পিরীত ছাঁদন দড়ির বাঁধনি!

অলর্ক। মাধব—মাধব!

মাধব। এঁ্যা—বাবা পালিয়ে এলুম, এখানেও তেড়ে ধরেছে?

অলর্ক। কে? কে?

মাধব। সেই বেটীর চর;

সে রাজার মেয়ে খেয়ে দেয়ে চুল শুখোচ্ছে ছাতে—

আমার ছাই দে বাড়া ভাতে!

অলর্ক। তুমি যে ভারি বাঁধনদার হয়ে উঠলে হে!

মাধব। তুমি পারত, ভাই, বেটীকে জব্দ কর।

অলর্ক। কে সে?

মাধব। সে আড় নয়নে চায়,
প্রাণ নিয়ে পালায়!

অলর্ক। আঃ! সারাদিন ঠাট্টা ভাল লাগেনা। বলনা, নেশা করেছ বুঝি? খুব কতকগুলো সিদ্ধি খেয়েছ?

মাধব। ঠাঠ ঠমকে ভঙ্গি করে,
যে দেখে সে প্রাণে মরে!

অলর্ক। ও মাধব—মাধব!

মাধব। গ্যাছে—গ্যাছে—তারা গ্যাছে?—উঃ! ওদের দেখ্‌লে আমায় ভূতে পায়!

অলর্ক। কি? ব্যাপারখানা কি হে?

মাধব। সেই বেটী।

অলর্ক। বেটী কে হে?

মাধব। দেখ, তুমি যদি জব্দ কর্‌তে পার; না পারবে না ভাই, পিরীতে প'ড়ে যাবে।

অলর্ক। হ্যাঁ—তোমার মত পিরীতে পড়বার ছেলে নই! একবার দেখাতে পার কোন্ বেটী, লাট্টু করে ঘোরাই। দেখেছ ত! কত মেয়েমানুষ আসে, আমোদ কর্‌লেম, ছেড়ে দিলেম, বস্! আমি জান্‌তেম তুমি পাকা লোক, তা না—পিরীতে পড়েছ! এ গুলো কে?

মাধব। ভাই, তোমায় এদ্দিন বলিনি, আমরা চার জনেই রসিক ছেলে, ইয়ারের বাগু; আজন্ম পিরীতের ভেড়া হয়ে ছিলেম। ভাই, আমি তোমার এখানে পালিয়ে এসেছি, ও তিনটে দেখি হেথা পর্য্যন্ত তাড়া করেছে।

অলর্ক। না, বাবা, তুমি পিরীতে পড়বার ছেলে নও।

তুমি আমায় আজ এক নতুন রঙ্গ দেখাচ্ছ। তা দেখাও, কিন্তু আজ একটা ভাল রকম আমোদ কর। ও মেয়েমানুষ টেয়েমানুষ আর ভাল লাগে না।

মাধব। এ মেয়েমানুষ দেখ ত মজে যাবে!

অলর্ক। কৈ, দেখাও দেখি—আমাদের আর বাগাতে হয় না, আমরা শিক্‌লিকাটা টিয়ে।

মাধব। সে কি যে সে মেয়েমানুষ?

অলর্ক। কোথা থাকে?

মাধব। এইখানেই আছে।

অলর্ক। কৈ দেখাওনা, আমি বেটীকে আচ্ছা জব্দ কোরে দিচ্ছি; তার নাক্ কান্ চুল কেটে দেব—ফের না পিরীত করে।

মাধব। ভাই অলর্ক, তুই কি রসিক্ রে! অমন সুন্দর মেয়েমানুষটার নাক্ চুল কেটে দিবি?

অলর্ক। সত্যি সত্যি কি কাট্‌ব?—পিরীতে নাক চুল কাট্‌ব, তুমি যেমন ঠাট্টা বোঝনা!

মাধব। তুমি আঁচ করেছ বুঝি তোমার নাচওয়ালী—কারুকে চাবুক মার্‌বে, কারুর চুল কেটে নেবে।

অলর্ক। দেখ, মাধব, তোমার বড় দিব্বি, তুমি যদি মিথ্যা বল। যদি কথা শোনে, আমি কিছু বলি? জোর থাপ্‌ড়াটা আস্‌টা মারি।

মাধব। আর কাঁচি দে যে কাপড় কেটে নাও, ছুঁচ ফুটিয়ে দাও, ঘুমুলে চোখে তেল দাও?

অলর্ক। এমন দুই এক দিন সখ হয় না—রোজ্ কি তাই করি? ধর্ম্মতঃ বল!

মাধব। না, রোজ কেন?

অলর্ক। যাক্। তুমি কবে দেখাবে বল?

মাধব। দেখ, একটা বিপদ আছে।

অলর্ক। মাধব! তোমায় বার বার বারণ করি, মিছে আমায় ভয় দেখিও না বল্‌ছি! আমি রাজা, রাজার বেটা রাজা, আমার ভয় কি হে?

মাধব। বলি, তুমি রাজার বেটা রাজা আছ, আর কি রাজা নাই?

অলর্ক। থাক্‌লই বা, তা আমার কি?

মাধব। তোমার সঙ্গে দাঙ্গা বেঁধে যাবে।

অলর্ক। কেন, কোন রাজার মাইনে খায় নাকি?

মাধব। সে কত লোক্‌কে মাইনে দেয়। সে আবার মাইনে খাবে! কনোজের ভূপ সিং তার জন্যে মরে।

অলর্ক। মরে মরুক, তুমি আমায় দেখাও।

মাধব। আর দেখ্‌লে যদি তুমি মারা যাও?

অলর্ক। আমার কোন চোদ্দপুরুষ মরে না; তার নাম কি?

মাধব। উজ্জ্বলা।

অলর্ক। বাঃ! বাঃ! বেড়ে নাম হে—খুব রঙ্গিলা নাম! তুমি যাও, তারে নিয়ে এস।

মাধব। রোসো,—অমনি কি হট্ বল্লেই আস্‌বে? তোমায় দুই এক দিন যেতে হবে, তার মন বশ কর্‌তে হবে।

অলর্ক। আমি রাজা হ'য়ে তার বাড়ী যাব?

মাধব। তা যেতে হবে বৈ কি, নৈলে তাকে আন্‌তে পারবে না।

অলর্ক। কি? তুমি সোয়ার নিয়ে যাও; বেটীকে বেঁধে নিয়ে এস।

মাধব। এতেই ত তোমায় বেরসিক বলি। বেঁধে ত এখনই আনা যায়। প্রেমে বেঁধে আন্‌তে পার, তবে বুঝি যে বাহাদুরী করলে!

অলর্ক। দেখ ভাই, তুমি আমায় অরসিক অরসিক বলতে পাবে না। আমি একবার বল্‌ব, দুবার বল্‌ব, তিনবারের বার না শোনে দু-থাপ্পড় দেব!

মাধব। আচ্ছা, হাত ওঠে ত মেরো। কিন্তু তারে মারলে আমি মারা যাব।

অলর্ক। মাইরি! তোমার জন্য হাতের সুখ কর্‌তে পেলেম না, বড় মনে দুঃখ রইল; নৈলে একদিন চার পাঁচটা মেয়ে মানুষকে লাগাম দিয়ে আমি হাঁকাতেম।

মাধব। মারা ধরা ত ঢের হয়ে গিয়াছে, এখন আর এক রকম আমোদ কর না।

অলর্ক। আচ্ছা,—যা থাকে কুলকপালে!—এক দিন তোমার কথাই রাখ্‌ব। কিন্তু তুমি মাঝে ব'সো; যদি থাবড়াটা থোবড়াটা চালাই, তোমার উপর দিয়েই হ'য়ে যাবে।

মাধব। আচ্ছা আমি চল্‌লেম। ঐ মন্ত্রী বেটা আস্‌ছে, তোমায় দেখ্‌ছি কি কাগজ শোনাবে।

[**মাধবের প্রস্থান।**

অলর্ক। আসুক। দেখ্‌ছি কাগজ নিয়েইত আস্‌ছে বটে। আজ কাগজ কুচ্‌রো মুচ্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌ব। রাগের পাল্লায় একদিনও পড়েন নি!

(শিবরামের প্রবেশ।)

শিবরাম। মহারাজের জয় হউক! কনোজ থেকে এক পত্র এসেছে।

অলর্ক। খুব করেছে!

শিবরাম। মহারাজ,—বিপদ!

অলর্ক। তুমি ত ভাল আপদ হে! বিপদ বিপদ কর্‌ছো! শুনবে? আমার মা একটী কৌট দিয়ে গিয়াছেন—আমি এ দিক ও দিক যা করি, সেই কৌটটি পূজা করি। খুব মন নিবিষ্ট করে, চক্ষু বুজে, সেই মা যেমন গোপালজীর বাড়ীতে ব'স তেন? কৌটটীর কি মজা জান? যদি কখন ভারি বিপদ হয়, কৌটটী খুল্‌বো আর ফুশ্‌ মন্তরে উড়িয়ে দেব। মার কথা মিথ্যা নয়—জান ত? মাকে দেখেছ ত? গোপালজী তাঁর কাছে কথা ক'য়ে লাড্ডু চাইতেন! আমার আবার বিপদ? কৌটটী যদ্দিন আছে, আমি কাকেও ভয় করি না!

শিবরাম। পত্রের মর্ম্ম এই যে, আপনার জ্যেষ্ঠ নিরুদ্দেশ; সিংহাসন আপনার মধ্যম সহোদরের; আপনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী নন।

অলর্ক। আমার মধ্যম কি জীবিত?

শিবরাম। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।

অলর্ক। এ শুভ সংবাদে
অনিষ্ট আশঙ্কা কি কারণ? মন্ত্রি!
নাহি জান যে বেদনা মম মনে।
শুনিয়াছি শ্রীমুখে মাতার
বনবাসী চারি সহোদর মম!

মাতৃ উপদেশে, নিরুদ্দেশে
রত সদা ঈশ্বর সাধনে ;
তদবধি নিত্য জাগে মনে,
কোথা পাব দরশন সে সবার ?
রাজ্যভার জ্যেষ্ঠের আমার,
আমি কনিষ্ঠ সবার ;
এ জঞ্জাল কিবা হেতু মম ?
যদি দেখা কারো পাই,
সিংহাসনে আনিয়া বসাই—
আজ্ঞাবহ নফর সমান
নিত্য সেবা করি তাঁর।
মাতাপিতা গিয়াছেন স্বর্গলোকে,
সেই শোক রয়েছে হৃদয়ে ;
হেরি ভ্রাতার বদন সুস্থ করি মন।
রাজ্য যদি মধ্যমের সাধ—
মহা ইষ্ট !—অনিষ্ট তাহাতে কিবা ?

শিবরাম। মহারাজ ! সরল স্বভাব তব ;
কুটিলতা-পূর্ণ কিন্তু কনো ভূপাল,
সত্য মিথ্যা কেবা জানে ?
বিশেষতঃ, মধ্যম কুমার
শুনিয়াছি দেবকার্য্যে আছেন নিরত ;
হেন কভু নাহি লয় মনে—
সিংহাসনে আকাঙ্ক্ষা হইবে তাঁর ;
ছলমাত্র করি অনুভব।

অলর্ক। ভাল, কনোজপতির অভিপ্রায় কি বল?

শিবরাম। পত্রের উত্তরে যদি মধ্যমকে রাজ্য দিতে সম্মত হন, ভাল, নচেৎ কনোজাধিপতি শীঘ্রই সসৈন্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে আস্‌বেন।

অলর্ক। আচ্ছা, লিখে পাঠাও, দেখা করুক।

শিবরাম। মহারাজ! মর্ম্ম বুঝলেন না, তাঁর অভিপ্রায় যুদ্ধ।

অলর্ক। ভাল, যুদ্ধ ত যুদ্ধই!

শিবরাম। কনোজাধিপতি প্রবল প্রতাপশালী, তার সঙ্গে যুদ্ধে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

অলর্ক। তবে কি পালাব নাকি?

শিবরাম। আজ্ঞে তা না, তাঁরে বুঝিয়ে বলা।

অলর্ক। আচ্ছা, যা বোঝাতে হয় বুঝিও। কাউকে পাঠিয়ে দাও ত, মাধব এলো কি না দেখুক।

শিবরাম। মহারাজ! ঐ বেল্লিকটাই সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে।

অলর্ক। বারে রস্‌কে! বারে বুড়ো ইয়ার! আমি মাধবকে ছেড়ে তোমার সঙ্গে ইয়ারকি দিই?

শিবরাম। মহারাজ! যে সর্ব্বনাশ হলো।

অলর্ক। তোমার কি?

শিবরাম। আমি স্বর্গীয় মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত।

অলর্ক। ঐ অম্‌নি নাকি সুর ধরেছেন। যাও যাও, এখন উজ্জ্বলার উপর মন পড়ে রয়েছে। আমি সন্ধ্যার পর শুন্‌ব। এখন পোশাক ছাড়িগে; মন্ত্রি! যতদিন পারি মজা ক'রে নিই; তুমিও মজা কর। জান, মজাই মজা—বুড়ো হ'লে, আর

কবে কি করবে? দুটো নাচ্‌ওয়ালি মাহিনা করে রাখ। তুমি কৃপণ মানুষ, পারবে না, আমি তার টাকা দেব—মন্ত্রি! মজা ওড়াও!

শিবরাম। মহারাজ! মন্ত্রী রাজবংশের হিতসাধক, হিত কথা বল্‌তে এসেছিলাম, আমায় অপমান কর্‌বার প্রয়োজন কি? যদি আমি আপনার অপ্রিয় হই, আমায় অবসর দিন।

অলর্ক। কেন? কেন মন্ত্রি! তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—তোমায় আমি অপমান কর্‌বো কেন? আমি তোমায় ঠিক কথা বলছি। মাধব আমায় বুঝিয়ে দেছে, আমোদই স্বর্গ। লোকে পুণ্য কর্ম্ম করে কেন জান? স্বর্গে সব নাচ্‌ওয়ালী থাক্‌বে, তাদের সঙ্গে বেড়াবে, অমৃত পান কর্‌বে, পারিজাতের মালা গলায় দেবে—স্বর্গে এই সুখ। মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গসুখ পাই, কেন তা ছাড়ি বল দেখি? আবার মনে করবে তোমায় আমি অপমান কর্‌ছি; তা নয়, তোমায় আমি একান্ত বলছি, আমোদ কর। দেখ, পিতামহের আমল থেকে ত চিঠি পড়ে আসছ, এক কাজ চিরকাল ভাল লাগে? আমোদ কর।

শিবরাম। মহারাজ এখন আমোদ করুন; আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, আমাদের আর এখন আমোদ কি?

অলর্ক। তবে কি তুমি আমোদ ক'রবে ম'লে? ছেলে বেলা আমোদ কর নি কেন—বিদ্যা হবে না। যুবা বয়সে আমোদ কর নি কেন—অর্থ হবে না। বুড়ো বয়সে আমোদ করবে না কেন—ভাল দেখায় না। ভাল দেখাক বা মন্দ দেখাক, মন্ত্রি তোমার কি? মন্ত্রি! তোমায় মিনতি কর্‌ছি, আমার কথা রেখে একদিন আমোদ কর, দেখ, আমোদ কি আমোদ!

শিবরাম। মহারাজ আমোদ করুন, আমি আপত্তি কার না! কিন্তু দিবারাত্র আমোদ, রাজার শোভা পায় না; আমোদের একটা সময় করুন।

অলর্ক। আমোদ কল্লেও না, আমোদের ধাত্‌ও বুঝ্‌লে না! আমোদ করবো মনে কল্লেই যদি আমোদ হতো, তা হলে তুমি যা বল্‌ছ সময় করে আমোদ কর্‌তেম! আমোদের উপাসনা কত্তে হয়, আমোদের যদি সখ হোলো তবে আমোদ এলো, না হলে, কেন মাথা খোঁড় না, দুশো নাচ্‌ওয়ালী আন না, আমোদ আর হচ্ছে না।

শিবরাম। মহারাজ! মাধবই আপনাকে এইরূপ সব মতি দিচ্ছে! ও নীচ লোক, রাজার কর্ত্তব্য কাজ কি বুঝবে?

অলর্ক। মাধব যা বুঝে, আমি এত লোক দেখেছি কেউ এমন বোঝে না। সেই আমায় বুঝিয়ে দেছে যে আমোদই কাজ, আর সব বাজে। মনে বুঝে দেখ দেখি, রাজ্য বল, ধন বল, জন বল, সকলই আমোদের নিমিত্ত; কিন্তু লোকের এমনি বুদ্ধিভ্রম, সেই আমোদ ছেড়ে দিয়ে—কেউ অর্থ রক্ষা কর্‌ছেন্, কেউ নাম রক্ষা কর্‌ছেন্, কেউ লোক বশ কর্‌ছেন্, এই করে জীবন কাটালেন। এ জন্মে তার আর আমোদ করা হল না। মন্ত্রি! তুমি ত রাজাকে বুদ্ধি দাও—বল দেখি, যে আমোদ উপভোগ করে, সে নির্ব্বোধ না এরা নির্ব্বোধ?

শিবরাম। মহারাজ! আরো সংবাদ আছে। রাজ্ঞীর ভ্রাতা কাশ্মীরপতি সসৈন্যে দেশ আক্রমণে আস্‌ছেন। তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে তাঁর ভগ্নীকে আপনি তাচ্ছিল্য করেন। তাঁর

পণ, আপনি সিংহাসনের উপযুক্ত নন, ভগ্নীকে সিংহাসন প্রদান ক'রে দেশে ফিরবেন।

অলর্ক। হাঃ হাঃ! সত্য নাকি?

শিবরাম। আমার দূত সংবাদ দিলে যে রাজ্যপ্রান্তে কাশ্মীর-সৈন্য শিবির-স্থাপনা করেছে, সীমান্ত-গড়ের বল পরীক্ষা ক'রে আক্রমণ ক'রবে। সেই নিমিত্তই বলি, মহারাজ আমোদ করেন করুন, কিন্তু এখন যুদ্ধ-উপস্থিত; আমোদের সময় নয়।

অলর্ক। শুন মন্ত্রি!

সিংহ-শিশু স্বেচ্ছায় কাননে খেলে,
কিন্তু, করি হেরি বিমুখ কি কভু
বিদরিতে মস্তিষ্ক তাহার?
আমি রাজপুত্র! অরি নাহি ডরি!
বৈরী যবে হবে সম্মুখীন
রাজোচিত করিব ব্যাভার।
শুন, সঙ্কল্প আমার—
মিত্রগণ বেষ্টিত আমোদে রব রত!
শত্রু সবে শয্যা রচি মুদিব নয়ন।

শিবরাম। মহারাজ! নিবেদন করি, দুই প্রবল শত্রুর সহিত এককালীন যুদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ নয়।

অলর্ক। তুমি যুক্তি জান, যুক্তি কর গে। আমি যুদ্ধ জানি, যুদ্ধ করবো। দেখ তর্ক বিস্তর হোয়েছে, এখন একটু ক্ষমা দাও।

শিবরাম। মহারাজ! দিন কএক মাধবকে অবসর দিন, এ সময় আমোদের নয়।

অলর্ক। তুমি মাধবকে জান না। দরিদ্র যেমন রত্ন কুড়িয়ে পায়, আমি সেইরূপ মাধবকে পেয়েছি। রাজার অদৃষ্টে কখন বন্ধু মেলে না, কিন্তু আমার অদৃষ্টে মাধব উপস্থিত হয়েছে। তুমি জান, মাধবের সহিত আমার কিরূপে আলাপ হলো? সে একদিন এল, যেন কত দিনের আলাপ; বল্লে, "রাজা, একি করছো? আমোদ কর, আমিও একজন আমোদী, তোমার সঙ্গে আমোদ ক'রতে এসেছি।" মন্ত্রি! আশ্চর্য্য এই তাকে আমি কখন নিরানন্দ দেখি না। জগতে যদি আর একটা অমন লোক দেখাতে পার, আমায় যা বলবে তাই করি। মহারাজ, ধর্ম্মঅবতার, আরও কত কি অবতার, আমাদের পুরুষানুক্রমে শুনে আস্‌ছি, কিন্তু মাধবের মিঠে-কড়া বোল কোন রাজা শোনেও নি, বা শোনবার শক্তিও নাই। যদি কেহ আমোদ ভাল বাসে তবে মাধব আসে; নইলে মাধব অতি বিরল। তোমায় আমার এই মিনতি, যা ইচ্ছা বল, মাধবের কথায় থেকো না, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

শিবরাম। রাম! রাম! এ অর্ব্বাচীনকে নিয়ে কি করি? মাধবের দৌরাত্ম্যে ধনাগার অর্থশূন্য, রাজ আদেশে সৈন্য নিয়ম শূন্য, ব্যভিচারে দেশ বীরশূন্য! রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'রতে এ মাধব কোথা হ'তে এল? একি যাদুকর? যখন আমার সঙ্গে কথা কয়, আমারও মন ভুলে যায়—বেটা ভণ্ডামি করে কত হরি কথাই কয়!

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উজ্জ্বলার বাটী।

(সোহাগী ও মাধবের প্রবেশ।)

সোহাগী। ওগো, ওগো! সেই চার রকমের চার বিরহিণীর এক বিরহিণী এসে হাজির হয়েছে।

নেপথ্যে উজ্জ্বলা। ওলো সত্যি—সত্যি? দাঁড়া, দাঁড়া আমি যাচ্ছি।

সোহাগী। হ্যাঁগা! তোমার বিরহ কিসের?

মাধব। আমার ছেলে বেলা থেকেই বিরহ! পিরীত আর হ'লনা। কেবল বিরহেতেই গেল!

(উজ্জ্বলার প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। বলি, কি গো বিরহিণি! তোমার কি ছেলে বেলা থেকেই বিরহ?

মাধব। হাঁ, ঠিক্ ধরেছ। আঁতুড়ে আমায় বিরহ-পেঁচোয় পেয়েছিল—ষেঠেরা পূজার দিন বিরহ-বাল্‌সা হয়—

উজ্জ্বলা। তার পর? তার পর?

মাধব। তার পর, যেমন বয়স হোতে লাগ্‌লো, ক্রমে বিরহ-ঘুঙুড়ি-তড়্‌কা, বিরহ-হাম-বসন্ত, এখন যৌবনে ঘোর বিরহ বিকার হ'য়েছে।

সোহাগী। এখন বিরহ-মরণ কবে?

মাধব। যে দিন মুখ-অগ্নির লোক পাব।

উজ্জ্বলা। বলি, বিরহিণি! তোমার আর মিলন হ'লো না?

মাধব। মিলন আর কৈ হ'লো—মনের মানুষ কৈ পেলেম্?

উজ্জ্বলা। এত জায়গায় ঘোরো, আর মনের মানুষ পাও না? আমায় তোমার মনে ধর্‌বে?

মাধব। ধ'র্‌বে ধ'র্‌বে ক'র্‌ছে, কিন্তু শেষ না দেখে বলতে পারি নে।

সোহাগী। আ মুখে আগুণ! মিন্সে ন্যাকা নাকি?

মাধব। দেখ, এ ছুঁড়িটা ত বড় বেরসিক! জানিস্, ছুঁড়ি! বিরহ বড় ছোঁয়াচে। আমি তোর গায়ে গা ঘসে দেব!

উজ্জ্বলা। ও বিরহিণি! আমার গায়ে যেন গা ঘষোনা! আমি আবার কি তোমার মত কেঁদে বেড়াব?

মাধব। কখনও কাঁদলে না ত? কাঁদবার তার তা হ'লে পেতে; আর হাসতে চাইতে না।

উজ্জ্বলা। তা না হয়—কাঁদব। তুমি কাঁদাবে?

মাধব। দেখ, চাঁদ! বাবার বাবা আছে—আমি না কাঁদাই, আর কোন ইয়ার কাঁদাবে।

উজ্জ্বলা। সে ইয়ারকে না হয় একবার আন, দেখি?

মাধব। সে তোমার তত্ত্বে ফির্‌ছে। রাতদিন তোমায় নজরে নজরে রেখেছে।

উজ্জ্বলা। বটে—তা ত জানি নে!

মাধব। জান্‌লে যে রোগ ধরা পড়ে; আর কি পাগ্‌লাম থাকে? পাগ্‌লাম ছুটে যায়।

উজ্জ্বলা। বটে ? তুমি না হয়ে, আমি পাগল হলেম ?

মাধব। পাগল নয়, চাঁদ ? জীবনযৌবনটা লুটিয়ে দিলে !

উজ্জ্বলা। তা দিয়েছি—দিয়েছি ! এখন তোমার ইয়ারের কথা শুনি।

মাধব। সে কথা লোকের সাম্‌নেও বোল্‌ব না, আর বল্লেও বুঝতে পারবে না।

উজ্জ্বলা। যা ত, সোহাগি !

সোহাগী। তুমিও যেমন, এক কাপ্‌কে নিয়ে রঙ্গ ক'রছো ! আমি চল্লেম, আমাকে অত ভাল লাগে না।

[প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। এখানে ত আর কেউ নাই, তোমার ইয়ার কে, শুনি।

মাধব। তারে খুব চেন, আর চেন-না। সে কাছে থাকে, আর থাকে-না। তারে দেখেও আর দেখ না, হঠাৎ তার নামটি নিতে আমার মাথার-দিব্য মানা।

উজ্জ্বলা। সে কি করে ?

মাধব। তোমার সঙ্গে ফেরে।

উজ্জ্বলা। বা, বিরহিণি ! সে তুমি নাকি ?

মাধব। দেখ, আমি অমন্‌ ফ্যাসাদে যাইনা, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" তোমার সঙ্গে ফিরে কে মাঝ দরিয়ায় ঝাঁপ দেবে বল ?

উজ্জ্বলা। তবে যে বল্‌লে তুমি আমায় মনের মানুষ কর্‌বে ?

মাধব। আগে বুঝে নিই। তুমি রাজরাণী হতে চাও ?

উজ্জ্বলা। বল কি ? তুমি আমায় রাণী করে দেবে নাকি ?

মাধব। যদি পারি ত কি দাও ?

উজ্জ্বলা। তুমি কি চাও ?

মাধব। আমি যা চাই তা দিতে পারবে না। একটা মোটামুটী চেয়ে দেখি কতদূর রাজী হও। আমাদের চার বিরহিণীর এক বিরহিণী এসে তোমায় যে গানকটী শেখাবে, যে রাজার রাণী হবে তারে সেই গান গুলি গেয়ে শোনাবে।

উজ্জ্বলা। কিছু নেবার মৎলব আছে ?

মাধব। না, তোমায় রাজা এনে দেবার মৎলব। দেখ মানুষ বুঝে একটু আধটু বিশ্বাস করতে হয়। এই অর্থ লও, যে গানগুলি শেখাবে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে সেই গানগুলি গাইতে গাইতে বেড়িও। যদি তোমায় রাজা ধরে দিতে পারি, তা হ'লে আমার পুরস্কার এই যে তুমি নিত্য গান শিখবে আর রাজাকে শোনাবে। আমি চল্লেম। তোমায় আর শেখাব কি ? মনে রেখ, এক ডাকে ধরা দিলে রাজাকে গাঁথ্‌তে পার্‌বে না। পরিচয় দিও "বিদেশিনী"।

[প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! সোহাগি! দেখ, দেখ, এ সত্যি মোহর দিয়ে গেল! অ্যাঁ! এ কে ?

(সোহাগীর পুনঃ প্রবেশ।)

সোহাগী। কি গা, কি ? এ কে দিলে ?

উজ্জ্বলা। সেই বিরহিণী মিন্সে! দেখ্‌ত দেখ্‌ত কোথায় যায়।

[সোহাগীর প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। একি! এযে একটা আঙটী দেখ্ছি। এ যদি সত্যি হীরে হয়, তবে ত এর্ লাকটাকা দাম। বাজে আদায়, না হয় একদিন ময়ূরপঙ্খী চোড়ে বেড়ালেম! আমায় অবাক্ করেছে! এই কি রাজা? যা হয়, দেখতে হোল।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

সরস্বতী ও শিবরাম।

সরস্বতী। মন্ত্রি! মহারাজ কোথায় গেলেন?

শিবরাম। মা! আপনি হেথায় কেন?

সরস্বতী। প্রাণের জ্বালায়—তা কি তুমি জান না, মন্ত্রি? মহারাজ কোথায় গেলেন?

শিবরাম। মা! সকলি জানি, তা কি করব বলুন, সর্ব্ব-নেশে মাধব এসে সকল উচ্ছন্ন দিলে।

সরস্বতী। মন্ত্রি! বেশ্যা কি বল্‌তে পার?

শিবরাম। একি কথা মা?

সরস্বতী। শুনেছি বেশ্যারা আমার স্বামীর মন হরণ করেছে। আমার স্বামী তাদের নিয়ে দিবারাত্র থাকেন, তারাই ভাগ্যবতী। আমি শিখ্‌ব, কি গুণে তাহারা মহারাজকে বশীভূত করেছে।—মন্ত্রী আমি বেশ্যা হব।

শিবরাম। নারায়ণ! নারায়ণ!

সরস্বতী। কেন? তুমি চমৎকৃত হচ্চ কেন? আমায় বলে দাও, বেশ্যা কি? নতুবা তুমি ব্রাহ্মণ, স্ত্রীহত্যা তোমার দেখ্‌তে হবে। তুমি জাননা, আমি স্বামীর জন্য বড় ব্যাকুলা! তোমায় মিনতি কচ্চি, কিরূপে বেশ্যা হ'তে হয়, শিখিয়ে দাও!

শিবরাম। ছি ছি মা! কুলস্ত্রীর কি ও কথা মুখে আন্‌তে আছে।—বেশ্যারা বারনারী, অর্থ পণে দেহ বিক্রয় করেছে; তারা ঘৃণা-লজ্জা-বর্জ্জিতা।

সরস্বতী। তবে আমার পতিকে বশ করলে কি ক'রে?

শিবরাম। তারা কুহুকিনী! হাব ভাব কটাক্ষে কুরুচি-সম্পন্ন পুরুষের মন হরণ করে। যারা মিত্র পরিত্যাগ ক'রে শত্রুর সহবাস করে, যারা ক্ষীর পরিত্যাগ ক'রে সুরা গ্রহণ করে; তাদেরই স্ত্রীর পরিবর্ত্তে গণিকায় রুচি। মাধবের পরামর্শে মহারাজ সেই কুরুচি-সম্পন্ন যুবা।

সরস্বতী। মন্ত্রি! তোমার কাছে পতিনিন্দা শুন্‌তে আসি নাই। তুমি জান না, বেশ্যারা অবশ্যই গুণসম্পন্না, আমি নির্গুণা, তাই আমায় উপেক্ষা করেন।

শিবরাম। তুমি সরলা, জননি!

কুৎসিতা কুলটা-রীতি নহ অবগত।
বেশ্যা সম নির্গুণা কি ধরে, মা, ধরণী?
বারনারী পাপসহচরী,
জীবন চা[illegible]ময়।
[illegible]প্রাণ—
কোমলতা নাহি পায় স্থান,

কুটিলতা কালফণী বৈসে তাহে,
বেশভূষা মরীচিকা তায়।
প্রেম আশে মত্ত যুবা ধায়—
পিপাসায় জরজর শেষে।
কুটিলতা-ভুজঙ্গ দংশনে
হলাহল-চিহ্ন ফোটে কালিমা বদনে।
লোকে মুখ দেখাইতে নারে,
তবু মুগ্ধ মায়াময় মরীচিকা-ঘোরে;
বারি আশে সে কান্তার ত্যজিবারে নারে।
নরক দুস্তরে ডুবাইতে নরে
বারনারী ধাতার সৃজন।
অবয়ব নারীর সমান,
কিন্তু ঋক্ষ ব্যাঘ্র শ্বাপদ নিচয়
তুলনায় কেহ নহে সমতুল!
ধর্ম্ম কর্ম্ম মান ধন জীবন যৌবন
কুলটা সকলই হরে—
স্পর্শে তার নরকে নিবাস—
বারনারী এ হেন পিশাচী!

সরস্বতী। মন্ত্রি! তুমি নাহি জান বিবরণ—
হেন ঘৃণ্য বারনারী নহে কদাচন।
পাপসহচরী কেমনে তাহারে কহ?
যারে মম স্বামী সমাদরে,
তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে?
আমি ঘৃণ্য-- কভু নহি দাসী যোগ্যা তার!

মন্ত্রি! রাখ প্রাণ, রাখহ বচন—
দেখাও সে রমণীরতন,
যার প্রেমে মাতি দিবারাতি
পতি মম ফেরে সাথে সাথে!
সত্য কহি, দাসী হব তাঁর—
দিবানিশি সেবিব তাঁহার পদ!
আমি অপবিত্রা—পতি ঠেলেছেন পায়!
যেই জন তাঁর আদরিণী, মম ঠাকুরাণী!
পবিত্র হইব—তাঁর চরণ-পরশে।
মন্ত্রি!
তুমি বুঝিতে না পার যে বেদনা প্রাণে মম—
বিষাদিনী পতি-কাঙ্গালিনী আমি!

শিবরাম। মা গো! সতী তুমি শিবানী সমান!
শুনেছি পুরাণে, শিবের কারণে
কুচনী সাজিলা ভগবতী।
তব রীতি শিবার সমান—
মরে নাহি হয় ভুল!
শুন, মাতা! সর্ব্বনাশ মাধব ঘটায়,
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারি তার।
তারি উপদেশে,
দেশে দেশে রাজদূত করিছে ভ্রমণ,
বারনারী করে অন্বেষণ।
ভ্রমর যেমন নিত্য বসে নবফুলে,
সেইমত রুচি ভুপতির।

হেথা শত্রুদল প্রবল চৌদিকে,
কনোজ-ঈশ্বর অগ্রসর রণ আশে—
ভ্রাতা তব সসৈন্যে প্রস্তুত!
প্রতিজ্ঞা তাঁহার, সিংহাসন দিবেন তোমায়
পদচ্যুত করি নৃপতিরে।

সরস্বতী। কেন? ভ্রাতা মম কি হেতু বিরোধী?

শিবরাম। লোক-মুখে অবগত কাশ্মীর-অধীপ,
অবহেলা করেন তোমায় নরপতি।
শুনি ভগ্নীর দুর্গতি,
প্রতিবিধানের হেতু সুসজ্জিত তিনি।

সরস্বতী। কে দিলে এ হেন সমাচার?
সত্বরে পাঠাও দূত ভ্রাতার সম্মুখে।
হেথা আমি আছি মহাসুখে—
কুজনে কহেছে মিথ্যা কথা;
জানা'ও মিনতি—
কনোজ-ভূপতি অরি মম।
অস্ত্র ধরি বিরুদ্ধে তাহার,
নিষ্কণ্টক করুন আমায়।
ব'লো তাঁরে একথা নিশ্চয়!
হয় যদি অনিষ্ট রাজার,
কভু প্রাণ ধরিতে নারিব—
শীঘ্র দূত করহ প্রেরণ—
নিবারণ করহ বিগ্রহ!
জানি আমি পতির স্বভাব,

রণোল্লাসে নাচে তাঁর প্রাণ।
বাধিলে সমর, শত্রুমাঝে করিবে প্রবেশ।
বড় অভিমানী—শত্রু-দম্ভ সহিতে নারিবে।
কি জানি বিগ্রহে যদি ঘটে অমঙ্গল!
নহে, মন্ত্রি! পাঠাও আমায়,
ধরি গিয়ে ভ্রাতার চরণ—
সমরে বিরত করি।

শিবরাম। উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, মাতা!
যাও গৃহে; যুক্তিমত করিব যা হয়।

সরস্বতী। ভূপতিরে দিও না সংবাদ,
বাধিবে বিবাদ
এ সংবাদে মহারুষ্ট হবেন ভূপাল—
নিশ্চয় বাধিবে রণ, ফিরাতে নারিবে।
শীঘ্র কর যেবা যুক্তি হয়।
দেবীর মন্দিরে আমি করিব প্রবেশ,
পেলে শুভ সমাচার, আসিব বাহিরে।
যাও, মন্ত্রি! বিলম্বে বিপদ হবে।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

শিবরাম। (স্বগতঃ) এ রাজ্যের শুভ কি সম্ভব? আহা! রাজলক্ষ্মীর এরূপ অপমান! মা আমার সাক্ষাৎ দেবী! এরূপ পতিভক্তি শিবানীর শুনে ছিলাম, আর এই প্রত্যক্ষ দেখলেম!

রাজকার্য্যে আমাদের অন্তঃকরণ শুষ্ক, আমার চক্ষেও জল আস্‌চে!

[শিবরামের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নদী-তীর—নদীতে বজ্‌রা।

অলর্ক। মাধব! ওদের ডাক! ময়ূরপঙ্খী ঘাটে আন্‌তে বল। আমি গান শুন্‌বো—আমার বড় মিষ্টি লাগ্‌ছে।

কীর্ত্তন।

সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুখ কি নারী—
রূপ লাগগৈ হৃদয় হামারি!
না বুঝিনু কাহে পরাণ চাহে
তাহে নিরখিব সাধ, সখি।
পিয়ারা বিন্‌ প্রাণ কাঁদে, সখি,
পিয়াসী সখি মেরি আঁখিয়ে!
কাঁহা মিলব বনে বনে বনে ঢুঁড়ব
মনচোরা বনচারী!

মাধব। এই যে ঘাটের দিকেই আস্‌ছে।

অলর্ক। মাধব! তুমি আমায় গানটা বুঝিয়ে দাও। আমার বড় মিষ্টি লাগ্‌ছে।

মাধব। আমার বোধ হয়, কোন নাগরী তার নাগর

অদর্শনে গাচ্ছে। তার সখিকে বল্‌ছে, তারে আমি দেখেছি, সে পুরুষ কি নারী আমি জানি না।

অলর্ক। কেন, কেন? চিন্তে পারে নি?

মাধব। দেখ, এ নাগরী প্রেমিকা, পুরুষনারীর প্রণয়ে স্বার্থ আছে; কিন্তু এ নিষ্কাম প্রেম—এতে সে স্বার্থ নাই। তাকে দেখতে চায়—কেন, তা জানে না।

অলর্ক। কৈ, মাধব, ওরা এল না?—আবার গান গাইতে বল না।

মাধব। আস্‌ছে, উতলা কেন?

অলর্ক। হ্যাঁ, গানের অর্থ কি বল্‌ছিলে?

মাধব। অর্থ আর কিছুই নাই। নাগরী তার নাগরকে দেখতে চায়, কেন তা জানে না। যদি এমনি প্রেমিক কেউ হ'তে পারে, তবেই যথার্থ আমোদ। সে আমোদে আর বিরাম নাই—দুঃখে সুখে সকল অবস্থাতেই তার আমোদ।

অলর্ক। দুঃখে আমোদ হবে কেমন ক'রে?

মাধব। সুখ দুঃখ বাহ্য অবস্থা বৈ ত নয়? লোকে দেখ্‌ছে সুখ, লোকে দেখ্‌ছে দুঃখ। আমোদ প্রাণে, এ আমোদের নিরবচ্ছিন্ন নাম আনন্দ।

অলর্ক। মাধব! আমায় আনন্দ শেখাও; আমোদ আর ভাল লাগে না।

মাধব। আনন্দ শেখান যায় না—শিখ্‌তে হয়। তুমি যেমন জন্মাবধি রাজা, যে প্রেমিক সে জন্মাবধি প্রেমিক। আমি প্রেমিক নই—প্রেম জানি না, কিন্তু শুনেছি, যে প্রেমিক, সে কারুর প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না।

অলর্ক। মাধব! প্রেমিক কি হওয়া যায় না?

মাধব। যদি কারুর প্রাণে ব্যথা না দেবে অভ্যাস কর, ক্রমে প্রেমিক হ'লেও হ'তে পার।

অলর্ক। চুপ্ কর! বুঝি আবার গাচ্ছে।

কানাড়া-মিশ্রিত কীর্ত্তন।

হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি
আমা বিনে সে কি জানে?
চাঁদ নিরখি ভাসে দুটী আঁখি
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।
মনোমোহনে আন যতনে
কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে।
না হেরে আমায় লুটায় ধরায়
তার প্রাণ জানিত প্রাণে প্রাণে।
ওলো যেমতি সজনি আমি পাগলিনী
প্রবোধ মন না মানে।
মরম ব্যথায় সে আছে কোথায়
কাজ কি ছার মানে!

অলর্ক। থাম্‌লো কেন? থাম্‌লো কেন? আবার গাইতে বল!

মাধব। ওরা আসুক, তুমিই গাইতে বলো এখন।

অলর্ক। আহা! এমন গান ত কখন শুনি নাই—কি যেন বলচে—এর অর্থ কি মাধব?

মাধব। আমার বোধ হয় কোন নায়িকা মান করেছিল।

অলর্ক। কেন? মার খেয়েছিল?

মাধব। তোমার কি বোধ হয়? মার খেয়ে পাগলিনীর মত হয়েছিল?

অলর্ক। জানি নি, তাইত জিজ্ঞাসা করছি। জান বলে তোমার ভারি জাঁক! ব'লে দাও না, ব'লে দাও না! সত্যি, মান করেছিল কেন?

মাধব। প্রেমে কথায় কথায় মান—কথায় কথায় কাঁদা। যে প্রেম না করেছে, সে মান কি তা জানে না—আর যে জানে, সে কেন মান করে তা বলতে পারে না।

অলর্ক। কি কি? গানটা কি "চম্পক কলি"—কি?

মাধব। নায়িকা বলছে "সখি চাঁপার কলির বর্ণ দেখে আমাকে তার মনে প'ড়ত—চাঁদ দেখে আমার মুখ মনে প'ড়ত—কেঁদে অধীর হতো, সে আমা বই জানে না। আমি মান ক'রে কথা কইনি—সে অভিমান করে চলে গেছে। সখি, তাকে আন, সে কত কাঁদছে, আমি আপনার প্রাণে বুঝতে পাচ্ছি";

অলর্ক। কেমন ক'রে বুঝতে পারছে?

মাধব। দুজনের মন মিলে এক হ'লে প্রেম বলে—যখন এক প্রাণ হ'ল, তখন আপনার প্রাণ কাঁদ্‌লেই বুঝতে পারে যে তার প্রাণও কাঁদ্‌ছে।

অলর্ক। মাধব! এ কি সত্য, না টপ্পার প্রেম?

মাধব। সত্যি না হ'লে লাগ্ হয় না।

অলর্ক। মাধব! কারুর সঙ্গে এক প্রাণ করে দাও না! ঐ আস্‌ছে ওরা! মাধব এর সঙ্গে তুমি কও, আমার কথা কইতে লজ্জা কর্‌ছে।

মাধব। আপনি কে?

উজ্জ্বলা। আমি বিদেশিনী।

অলর্ক। মাধব, মাধব! এমন কথা জিজ্ঞাসা কর, যাতে অনেক ক্ষণ কথা কয়।

উজ্জ্বলা। আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?

অলর্ক। মাধব! তুমি বল আমরাও বিদেশিনী।

মাধব। পরিচয় এঁর কাছে শুনুন, ইনিও বিদেশিনী।

উজ্জ্বলা। ভাল, বিদেশিনি, একটা কথা ক'ন্‌না? কেন, উনি কি বোবা বিদেশিনী? কথা কচ্ছেন না কেন?

অলর্ক। মাধব, উত্তর দাও না?

মাধব। বলছেন, এত লোকের সাম্‌নে কথা কব না, আপনি নিকটে আসুন আপনার সঙ্গে কথা কবেন। আমি আসি, আপনারা কথা ক'ন।

[মাধবের প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। কি গো বিদেশিনি! কি কথা ব'লবে বল?

অলর্ক। তুমি কি গান করছিলে?—পুরুষ কি নারী, কি বল্‌ছিলে?

উজ্জ্বলা। গান গাইব?

অলর্ক। না, না, তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও।

উজ্জ্বলা। এই, তোমায় দেখে আমার মনে হচ্চে তুমি পুরুষ কি নারী। আমার মনে হয় তুমি আমার সঙ্গে থাক।

অলর্ক। সত্য বল্‌ছ?

উজ্জ্বলা। আমার সঙ্গে চল ত বুঝতে পারবে।

অলর্ক। আর যদি না যাই?

উজ্জ্বলা। আমি যেমন ভেসে বেড়াচ্ছি, তেমনি ভেসে বেড়াব, আর কেঁদে কেঁদে গান গাব।

অলর্ক। আমিও কি কাঁদ্‌ব ?

উজ্জ্বলা। তুমি কাঁদ্‌বে কেন ?

অলর্ক। তুমি কাঁদ্‌বে কেন ?

উজ্জ্বলা। আমি কাঁদ্‌ব কেন ? তোমায় ব'ল্লে কি বুঝতে পারবে ?

অলর্ক। তুমি বল, আমি বুঝতে পার্‌ব, না পারি মাধবকে জিজ্ঞাসা ক'রব।

উজ্জ্বলা। এ জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারবে না। বোঝ আর না বোঝ, বলি—আমি তোমায় ভালবাসি।

অলর্ক। ভালবাস ?

উজ্জ্বলা। ভালবাসি।

অলর্ক। কেন ভালবাস ?

উজ্জ্বলা। যদি কেন ভালবাসি জান্‌ব, তবে ভালবাস্‌ব কেন ?

অলর্ক। ভালবাস্‌লে কি হয় ?

উজ্জ্বলা। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে—তার সঙ্গে বাস কর্‌তে ইচ্ছা করে—না দেখ্‌লে প্রাণ কাঁদে।

অলর্ক। আচ্ছা, দাঁড়াও আমি দেখছি। (চক্ষু বুজে দেখা)—দেখ, তুমি চলে গেলে কাঁদব কি না বল্‌তে পারি না; আমি স'রে গিয়ে চোক্ বুজে দেখ্‌লেম, তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে, তোমার নিকট থাক্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে; তবে কি আমি তোমায় ভালবাসি ?

উজ্জ্বলা। তুমি ভালবাস আর না বাস, আমি ত প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌চি, তুমি আমায় ভালবাস।

অলর্ক। আচ্ছা তুমি ঐ "প্রাণে প্রাণ"টা বুঝিয়ে দাও, তা হলে, আমি তোমায় ভালবাসি কি না ঠিক বল্‌ব।

উজ্জ্বলা। তোমার মনে কি হয়? আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব?

অলর্ক। পার্‌বে না!

উজ্জ্বলা। তুমি বল দেখি পার্‌ব কি না?

অলর্ক। আচ্ছা, আমি বল্লেম, না।

উজ্জ্বলা। এইত বুঝেছ?

অলর্ক। আমি একটা আন্দাজি বুঝেছি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা তুমি আমায় না দেখে থাক্‌তে পার্‌বে?

অলর্ক। তোমায় ত বল্লেম, না।

উজ্জ্বলা। তবে আমি তোমায় না দেখে থাক্‌ব কেমন ক'রে, ঠিক্ ক'রে বুঝে দেখ।

অলর্ক। দেখ, আমি এই মাধবকে না দেখে থাক্‌তে পারি না। মাধবও বলে আমায় না দেখে থাক্‌তে পারে না; কিন্তু একবার কোথায় চলে যায়, আমার বড় রাগ হয়, মনে করি এবার এলে আর কথা কইব না।

উজ্জ্বলা। আমারও মনে হয়, যদি তুমি আমার কাছে না থাক, তা হ'লে আর তোমার সঙ্গে কথা কবনা। আমার মনে হয় তুমি সেধে এসে কথা কবে।

অলর্ক। ঠিক্ বলেছ। আমার ঠিক্ তাই মনে হয়, মাধব এসে সেধে কথা কবে; আমি দেখেছি ও এসে সেধে কথা কয়।

উজ্জ্বলা। এই ত "প্রাণে প্রাণে" বুঝ্‌তে পার!

অলর্ক। কিন্তু তোমায় বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

উজ্জ্বলা। না বুঝ্তে পার আমি চল্লেম, যখন সেধে কথা ক'য়ে আস্‌বে, তখন আস্‌ব।

অলর্ক। না, না, যেওনা, আমি বুঝেছি; আর আমি যদি চলে যাই তুমি সেধে কথা কইবে?

উজ্জ্বলা। তুমি ত কথা কচ্ছিলে না, আমিই ত সেধে কথা কইলাম।

অলর্ক। দেখ, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে; আমায় তুমি শিখিয়ে শিখিয়ে দিও, আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌ব।

উজ্জ্বলা। তবে এস।

অলর্ক। চল।

উজ্জ্বলা। না—চল তোমার সঙ্গে যাই।

অলর্ক। তাই এস, তাই এস।

উজ্জ্বলা। কিন্তু তোমার সঙ্গে একলা থাকব!

অলর্ক। রাতদিন তোমার কাছে থাক্‌ব!

উজ্জ্বলা। নইলে কোথা যাবে?

অলর্ক। আমি যে ভাই রাজা, আমায় যে রাজকার্য্য দেখ্‌তে হবে!

উজ্জ্বলা। যখন তোমায় দেখেছি, তখনই আমি বুঝেছি, যে আমার অদৃষ্টে কান্নাই সার। তুমি রাজা জান্‌লে, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তেম না।

অলর্ক। কেন বিদেশিনি! তোমার তায় ক্ষতি কি?

উজ্জ্বলা। রাজা! রাজকার্য্যই জান—প্রেমের কি জান?

অলর্ক। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি জানি না। আমায় তুমি শিখিয়ে দিও, তুমি যা বল্‌বে আমি শুন্‌ব; যদি রাজা হ'লে

প্রেমিক না হওয়া যায়, আমি রাজ্য চাই না। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। বোধ করি, রাজ্য থাকতে প্রেমিক হ'তে পারব না। মাধব বলে, যে প্রেমিক সে কারুর প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না। রাজা হ'লে কারুর না কারুর প্রাণে ব্যথা দিতেই হয়। দেখ, আমি রাজা হ'য়ে অনেক রকম আমোদ করেছি, সকল আমোদই আমার তিক্ত হ'য়েছে। মাধব বলে প্রেমিকের আমোদ তিক্ত হয় না। যদি তুমি আমায় প্রেম শিখাও, আমি রাজ্য চাই না। তোমার গানগুলি বুঝতে পারি, বা নাপারি, শুনলে আমার মনে একটা আনন্দ হয়। মাধব বুঝিয়ে দিলে শুন্‌লেম; কিন্তু তোমার গান শুনে যেমন হ'য়েছিল তেমন আর হ'লো না। আমি প্রেমিক হোতে পারব কি না ভাবছি।

উজ্জ্বলা। পারি হারি ভেবনা, তা হ'লে প্রেমিক হ'তে পারবে না। আমি পারি হারি—আজ থেকে আমি তোমার।

অলর্ক। আমিও হারি কি জিতি আজ থেকে আমি তোমার। আমি তোমায় প্রাণ বিলালেম; তবে এস।

উজ্জ্বলা। চল।

অলর্ক। তোমার ময়ূরপঙ্খী কোথায় থাক্‌বে?

উজ্জ্বলা। তোমার রাজ্য কোথায় থাক্‌বে?

অলর্ক। এ সব তো সভার কথা না, মিছে কথা না?

উজ্জ্বলা। এখনও সাবধান! মিছে বোধ হয়, সঙ্গে নিও না।

অলর্ক। মিছে হয়, সত্য হয়, তুমি আমার—এস। তোমার নাম কি?

উজ্জ্বলা। উজ্জ্বলা।

অলর্ক। উজ্জ্বলা! মাধব ঠিক্ ব'লেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মাধব, মাঝি ও সোহাগীর প্রবেশ।)

মাধব। ওরে মাঝি! তোর যাত্রী গেল কোথা?

মাঝি। রহাতো।

মাধব। ওরে আবাগের বেটা "রহাতো' আমিও জানি এখন গেল কোথা?

মাঝি। কাঁহা গিয়ল্ হৈ?

মাধব। কোথায় গিয়েছে জানিস্?

মাঝি। হাঁ ত, হিঁ ত, রহা, চল গিয়া হুঁই।

মাধব। তোদের ভাড়া পেয়েছিস্?

মাঝি। পহিলে ত বাৎ হুইথি, চাই রূপেয়া মিলব্ আউর্ খোরাকিবি দেনেকো বাৎ রহি। হাম্ ত চার রূপেয়া মাঙা ওত্ত সহি কিহেন।

সোহা। হাঁগো, কোথা গেল গা?

মাধব। তোমায় কিছু বলে যায় নি?

সোহা। ওমা বলে কি? আমি মিছে কথা কচ্ছি? সে কি তেমন মেয়ে যে বলে যাবে গা?

মাধব। বটে, সে পুরুষমানুষটীর সঙ্গে চলে গেছে বুঝি?

সোহা। না বাছা, আমি অত জানিনে, নৌকায় ব'সে আছি, এই পর্য্যন্ত।

মাধব। আশ্চর্য্য! রাজা একবার আমায়ও খুঁজ্লেন না! যাক, তবে মাগীই নিয়ে গেছে।

[মাধবের প্রস্থান।

(রাজদূতের প্রবেশ।)

রাজদূত। নৌকায় যারা আছেন, আসুন। মহারাজ ডাকৃছেন। ওরে মাঝি! তোদের ভাড়া নে। (ভাড়া প্রদান।)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বুনোপাড়া।

(মাধব ও চোরগণের প্রবেশ।)

মাধব। তো বেটাদের চোদ্দপুরুষে চোর নয়। সে দিন অমন কোরে দোরের খিল খুলে রেখেছিলুম, বেটারা বলে “পাহারা ছিল যে ?”

১ম চোর। আজ্ঞে, আমরা ছেলেমানুষ, এখনও আমরা ভাল শিখিনি, তবে বাপ পিতামহর কাজটা ছাড়া ভাল নয়, তাই।—

মাধব। কুঁদো কুঁদো মদ্দ, পাহারা দেখে ভয় পায়! পাহারা ওয়ালা বুঝি জেগে থাকে ? তবেই তুই বাপ পিতামহের নাম রেখেছিস্! রাজার বাড়ির পাহারা বন্দুক ঘাড়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবে, আর সুড়ুৎ ক'রে খাতাঞ্জীখানায় ঢুকৃবি।

১ম চোর। মশাই! জমাদ্দার শালা যে বেজায় হাঁক মারে।

মাধব। হাঁক মেরে কি বলে তা জানিস্ ? বলে, “হেঙ্গামায় কাজ নেই যে যার মাল নিয়ে সর্— আমি যাচ্চি।”

২য় চোর। হুজুর! আপনার বাপ দাদার নাম কি? আপনারা মস্ত ঘরওয়ানা। আপনার বাপদাদা ঢের খাজ্‌না লুঠেচেন।

মাধব। আমি মস্ত ঘরওয়ানা তা কি জানিস না? আমার বাপ চোরচূড়ামণি, আমার বাবার দৈববিদ্যা ছেলেবেলা থেকে জানিস্, প্রথমে খাবার চুরি—

২য় চোর। যার তার ভাত খেতো নাকি?

মাধব। কি কর্ত্তো সেই বেটাই জান্‌তো। শোন্ না, যখন একটু মানুষের মতন হলো, ঘাট থেকে মেয়েদের কাপড় চুরি কর্ত্তো।

১ম চোর। বাঃ! অমন কোরে শিখ্‌তে হয় বই কি। তারপর?

মাধব। তার পর আর কি—লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

১ম চোর। খুব খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল আর কি। কখন ধরাটরা প’ড়েছিলেন?

মাধব। কতবার। ছেলে বেলায় মায়ে বেঁধে শাসিত করতে পারে নি, আর কত লোক যে কয়েদ ক’রে কত রকম খাটিয়ে নিয়েছে; কেউ ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়েছে, কেউ দরওয়ানি করিয়েছে, কেউ খুদ খাইয়েছে, এক মাগী পায়ে ধরিয়ে খৎ লিখিয়ে নিয়েছিল। ঐ দোষ ছিল যাকে তাকে ধরা দিতেন, আবার ছাড়া পেলে যে জাঁহাবাজ সেই জাঁহাবাজ।

১ম চোর। আরে শুন্‌চিস মরদ্ বাচ্ছা!

২য় চোর। তার নাম কি ছিল গা?

মাধব। বাবার কথা ঢের কথা! ওরে আমার বাপের গুণের কথা তোদের কি বল্‌বো, চার মুখে কি পাঁচ মুখে তাহা

শেষ করতে পারে না। তিনি চোরচূড়ামণিও বটে, সরলও বটে, তিনি রাজরাজেশ্বর বটে, কিন্তু দীনের দীন, হীনের হীনও বটে। তাঁর একটী নাম দীননাথ! যে দীননাথ ব'লে ডাকে, এম্‌নি নামের গুণ তার দিন সুখে যায়।

১ম চোর। মশাই! ভাবটা বুঝিয়ে দিন্—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

মাধব। তাঁর ভাব কোটীকল্প চিন্তা ক'রে কেহ বুঝতে পারে না। তবে কেউ যদি সোণাকে ধূলা জ্ঞান করে, পরস্ত্রীকে মা ভাবে, কেউ যদি আপনাকে দীন বিবেচনা করে, তবে সেই দীননাথের কৃপায় বুঝতে পারে। যাক্, রাজা আজ অন্দরে যাবেন না, জহরৎখানার চাবি খোলা থাক্‌বে, আমি সিপাই বেটাদের ধূতরা দিয়ে সিদ্ধি দেব অখন। এখন, নিষ্পরোয়ায় যাস্।

২য় চোর। আপনাকে পান খেতে কি দিতে হবে?

মাধব। এবার কিছুই নয়, এবার যা লুট্‌বি গরিব টরিবকে খাইয়ে দিবি, ফিরে বার বখরা হ'বে। ব্যবসাও চালান চাই ধর্ম্মও চাই।

১ম চোর। তা বটেই ত, ঘরওয়ানার কথাই এই!

মাধব। কিন্তু যদি একটা কৌটা পাস্—রাজা যে কৌটাটী পূজা করে—সেই কৌটাটী আমায় দিতে হবে।

১ম চোর। বখরা নিলে কি আপনার বাবা রাগ ক'র্‌বেন? আপনি যে বললেন যে সোণাকে ধূলা দেখতে হয়।

মাধব। আমি আমার বাবাকে বোঝ্‌বার চেষ্টা কচ্চি, যদি সোণাকে ধূলা জ্ঞান না করি, তাহা হ'লে ত বুঝতে পার্‌ব না!

২য় চোর। তিনি কি বেঁচে আছেন গা?

মাধব। কেউ বলেন আছে, কেউ বলেন না।

২য় চোর। আপনি বেটা, আপনি বল্‌তে পারেন্ না ?

মাধব। আমি ত ব'লেছি তাঁর ভাব বোঝা যায় না। তোরা যা।

[চোরগণের প্রস্থান।

(কাশ্মীর-দূতের প্রবেশ।)

দূত। আপনি কে ?

মাধব। আপনি যাঁরে খোঁজেন সেই।

দূত। আমি কাকে খুঁজি, আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন ?

মাধব। জান্‌লেম এই জন্য—আপনি যে এমন সময় এই খানে এসেছেন সে আমার পত্র পেয়ে; তা না হ'লে কাশ্মীর-রাজের বিশ্বাসী দূত চাঁড়ালপাড়ায় একা চুপি চুপি কি চোরাই মাল কিনতে এসেছেন ? এখনও সন্দেহ থাকে, আমি আরম্ভ করি। আমি যুদ্ধ ক'রতে বারণ কচ্চি কেন,—যদি সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয়, তা হ'লে কতকগুলি মানুষ মেরে দরকার কি ?

দূত। সে কিরূপ ?

মাধব। বলি রাজাকে ধরা নিয়ে বিষয় ত ?

দূত। মন্ত্রী যদি যুদ্ধ করে ?

মাধব। যাতে না করে তার উপায় আমি ক'র্‌ব। আগে রাজাকে ধরুন, তারপর কাটাকাটি আবশ্যক হয়, করবেন্।

দূত। আপনি বলুন কি উপায়ে ধরে দেবেন ?

মাধব। এখন শুনে কাজ কি ? একপক্ষ অপেক্ষা কর্‌লেই জান্তে পার্ব্বেন। এর ভিতর কার্য্যসিদ্ধি না হয়, যুদ্ধ কর্‌তে আস্‌বেন।

দূত। ভাল, আমরা এক পক্ষ অপেক্ষা করব—এক পক্ষ মাত্র।

মাধব। যথেষ্ট, তা হ'লেই হবে, আপনি এখন আসুন।

দূত। (স্বগতঃ) আবার কার অপেক্ষা কর্ছেন? বোধ হয় একটু পূর্ব্বেই দুজন চাঁড়ালের সঙ্গে কি পরামর্শ কর্ছিলেন। লোকটা কি? সাদাও বটে, চক্রীও বটে। কিছুইত বুঝতে পাচ্চি না।

মাধব। কি ভাবছেন?

দূত। দেখুন, আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, আপনার উপর বিশ্বাস ক'রে এক পক্ষ অপেক্ষা করব।

মাধব। আমায় অপ্রস্তুত বুঝছেন কিসে?

দূত। ভাল দেখা যাক্। আপনাকে একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

মাধব। দুই এক দিনের মধ্যে মন্ত্রীকে নিয়ে সাক্ষাৎ করব; তিনি সসৈন্যে মহাবনে অবস্থিতি কর্ছেন, আমি জানি।

দূত। (স্বগতঃ) একি কোন মায়াবী! সকল সংবাদ অবগত। (প্রকাশ্যে) দেখুন! "ফলেন পরিচীয়তে।"

মাধব। সেই ভাল, যদি আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে দেখেন, যে আমি কি কর্ছি, তা হ'লে একটু গোলমাল বেধে যাবে। এক পক্ষ চোক্ কান বুজিয়ে দেখুন গে।

[দূতের প্রস্থান।

(তিনজন ফকিরের প্রবেশ।)

১ম ফঃ। প্রভো! আপনার দেশ জুড়ে সুখ্যাতি বেরিয়েছে।

মাধব। যে কার্য্যে হস্তার্পণ করেছি, যদি প্রভুর ইচ্ছায় সফল হই, গোলকে দুন্দুভি বাজ্‌বে। ভাই রে তোমরা আমার প্রতি চরম কৃপা রেখো, সংসার সংসর্গে আমি জর জর—তোমাদের কৃপা হলে আমাকে কলঙ্কিত করতে পারবে না।

১ম ফঃ। প্রভু কি বলেন, এতে যে আমাদের অপরাধ হয়?

মাধব। তোমাদের কার্য্য অবসান্ হয়নি।

২য় ফঃ। আপনার চরণ আশীর্ব্বাদে ও কৃষ্ণের কৃপায় সকল কার্য্যেই প্রস্তুত আছি, আপনার আজ্ঞায় বেশ্যাকে নাম গীত শিখিয়েছি, এখন যদি স্বয়ং কলির নিকট যেতে বলেন তাতেও প্রস্তুত।

মাধব। চল, আমার কার্য্য আছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উজ্জ্বলার নৃত্য-গৃহ।

(বালকবেশে সরস্বতী ও সোহাগীর প্রবেশ।)

সোহাগী। তুমি কে?

সরস্বতী। আমি অনাথা, আমার বাপ্ মা আমায় বেচে গিয়েছে; যার কাছে বেচেছে, সে আমায় জায়গা দেয় না, আমি আশ্রয় খুঁজ্‌চি, শুনেছি এই স্থানে এক রাজরাণী আছেন তাঁর কাছে শরণাপন্ন হইচি।

সোহাগী। তুমি তবে বিদেশী ?

সরস্বতী। হ্যাঁ।

সোহাগী। দেখ, তোমার মুখ দেখে বোধ হয়, তুমি কোন রাজপুত্র, ছল কোরে নফর সেজে এসেছ।

সরস্বতী। ছল কি ? আমায় কেহ ছল শেখায় নি।

(অলর্ক ও উজ্জ্বলার প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। এটী কে ?

সোহাগী। চাকর থাকতে এসেছে, বড় মজার লোক ; বলছিল আমায় ত কেউ ছল শেখায় নি।

উজ্জ্বলা। কি গো তোমায় কেউ ছল শেখায় নি ?

সরস্বতী। আপনি কি রাণী ?

উজ্জ্বলা। না।

সরস্বতী। তবে আপনাকে ব'ল্‌ব না।

অলর্ক। উনি রাণী। বলনা।

সরস্বতী। আমি ছল শিখিনি, যেখানে ছলনা, সেখানেও থাকিনি। মনের আনন্দে থাক্‌তে চাই, আর কিছুই চাইনি।

অলর্ক। তুমি হেথায় এসেছ কেন ?

সরস্বতী। আনন্দে থাক্‌ব ব'লে।

উজ্জ্বলা। কেন ? তোমার নাম কি ?

সরস্বতী। আমার নাম "বিষাদ."

উজ্জ্বলা। একি নাম !

বিষাদ। এটি আমার সাধের নাম, দিন কতক আপনাদের কাছে থাকলেই বুঝতে পার্‌বেন।

উজ্জ্বলা। ভাল, বিষাদ! তুমি কিছু কাজ জান?

বিষাদ। আমি নাচ্‌তে জানি, গাইতে জানি, আর প্রেমিক লোকের সেবা জানি। শুনেছি আপনারা প্রেমিক, আমি সেবা ক'র্‌তে এসেছি।

উজ্জ্বলা। প্রেমিকের সেবা জান, আর কারো সেবা জান না?

বিষাদ। না, অপ্রেমিকের সেবা কর্‌তে পারি নি। আমার বড় কোমল প্রাণ, আমার সেবাও কোমল। অপ্রেমিকের নিকট সে সেবার আদর হবে না।

অলর্ক। তুমি এ বয়সে এত শিখ্‌লে কোথা?

বিষাদ। ঠেকে শিখিছি।

অলর্ক। বাঃ ছোকরা! তুমি প্রেমিক নাকি?

সরস্বতী। আজ্ঞে হাঁ! আমি যার সঙ্গে প্রেম করেছিলেম, সে আমার পানে ফিরে চাইলে না! অনেক ক'রে তারে পেলেম না, তাই মনে ভেবেছি যখন প্রেম ক'রে সুখী হ'তে পার্‌লেম না, যদি প্রেম দেখে সুখী হ'তে পারি!

উজ্জ্বলা। সোহাগি! এ কে? তুই সাজিয়ে এনেছিস্ নাকি?

বিষাদ। না আমি আপনি সেজে এসেছি।

অলর্ক। (আংটী দিয়া) এই নাও।

বিষাদ। ধনের কাঙাল, নহি হে ভূপাল!

প্রেমের কাঙালী আমি।

প্রেমিক সুজন, করি আকিঞ্চন,

প্রেমিকের অনুগামী॥

আশ্রয়বিহীন, ভ্রমি দেশে দেশে,

পূরে যদি মনোআশ।

প্রেমিকে হেরিয়ে, জুড়াইব আঁখি,
প্রেমিকের হব দাস॥
প্রেমিক প্রেমিকা, তোমরা উভয়ে,
লোকমুখে শুনি বাণী।
কৃপা ক'রে সাথে, রাখ যদি দাসে,
জনম সফল মানি॥

উজ্জ্বলা। মহারাজ যে বলেন, মাধবই রসিক, আর কেউ লোক নেই, দেখ দেখি এই ছেলেটীর কেমন মিষ্ট কথা!

অলর্ক। কেন, তোমার মন ভুলেছে নাকি?

উজ্জ্বলা। তোমার মতন পাথরে গড়া মন নয়, আমাদের মন সোজায় ভুলে যায়।

অলর্ক। দেখ, যেন শেষে আমায় কাঁদিও না।

উজ্জ্বলা। মনে করি ত কাঁদাই, তা পাথর ফুঁড়ে জল বেরুলে তবে ত তুমি কাঁদবে? ছোকরা! তুমি আজ থেকে এখানে থাক; তুমি যা চাও তোমায় দেব, আর কোথাও যেওনা।

বিষাদ। চকোর যদি চন্দ্রলোক পায়, আর কোথাও কি যেতে চায়?

সোহাগী। বাঃ বাঃ, তোমার এই বয়েসেই এত? আরো ত বয়েস আছে।

বিষাদ। তুমি যদি প্রেমিক হও, তা হ'লে কথা কও; নইলে আমি কথা কব না।

সোহাগী। কি! রাজা রাণী দেখে এখন আমায় মনে ধর্‌ছেনা নাকি? আমি না থাক্‌লে রাজা রাণী পেতে কোথা?

বিষাদ। এখন ত পেয়েছি, আর তোমায় ভাল লাগ্‌ছেনা।

সোহাগী। তুমি যে গাইতে জান বল্লে, তা গাইলে না?

বিষাদ। রাণী বলেন ত গাই।

উজ্জ্বলা। কই গাও।

বিষাদ। আমি অমন গাইতে পারিনি—আপনারা দুজনে গলা ধরাধরি ক'রে বসুন, আমি দেখি আর গাই।

উজ্জ্বলা। তুমি অম্‌নই গাওনা।

সোহাগী। এইবার বেশ বলেছে ত? তোমরা কেন বসনা।

উজ্জ্বলা। দূর মড়া।

বিষাদ। না বস্‌লে আমি গাইব না, পছন্দ হয় রাখ্‌বেন, না পছন্দ হয় তাড়িয়ে দেবেন।

অলর্ক। আচ্ছা, এসনা বসাই যাক্, দেখিনা কি করে, বড় তৈয়ারী ছেলে!

বেহাগ—ভরতঙ্গা।

বিষাদ। চাও চাও মুখ ঢেকনা সরম সবে না।
চ'খে নাও মুখের ছবি ভাঙ্গলে যুগল ভাব রবে না॥
যে ভাব যার উঠ্‌ছে মনে, দেখ সে ভাব চাঁদবদনে,
চ'খে চ'খে চাওনা দুজনে;
না হ'লে আঁখির মিলন মরম কথা কেউ পাবে না॥

(একজন দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। ওগো মাধব আস্‌ছে।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! সোহাগি! আমরা চল্লুম। তুই বলিস্ রাজা হেথা নাই, আর আমার অসুখ করেছে, এস মহারাজ!

এস্ ছোক্‌রা! আমি দোর দিয়ে যাই। খবর্দ্দার বলিস্‌নে রাজা আছে, যত শীঘ্র পারিস্ তাড়িয়ে দিবি।

[প্রস্থান।

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। কি সোহাগি! চুপ করে বসে রয়েছ যে?

সোহাগী। দাঁতের যে শূলুনী ধরেছে।

মাধব। আঃ মরি মরি, ওগুলি পড়ে গেলেই আপদ্ যায়, আর বয়স তো হ'ল।

সোহাগী। আর আপনি খোকা আছেন নাকি?

মাধব। তোমার হিসাবে ছেলে মানুষ বই কি?

সোহাগী। আ মরি! তুলোয় করে দুধ খান!

মাধব। তুমি পাহারায় আছ নাকি? দোর ছাড়বেনা?

সোহাগী। কি বল বাপু! আমার এখন ভাল লাগেনা, দাঁতের জ্বালায় মর্‌চি।

মাধব। মর্‌বে না—তার ভাবনা নাই, আগে মাথার চুল পাকুক, দুটী চক্ষু অন্ধ হোক, পা দুটী ফুলুক, এক দাঁতশূলুনীতে কি কই-মাছের প্রাণ বেরোয়?

সোহাগী। আমি চল্লুম, তুমি ব্যাজ্ ব্যাজ্ কর।

মাধব। তুমি আঁচ্চ আমাকে তাড়াবে নাকি? আমি রাজার সঙ্গে দেখা না ক'রে নড়চিনি।

(নেপথ্যে) হেঁলা সোহাগি! অত ক'রে ব্যাজ্ ব্যাজ্ কর্‌চিস্ কেন? আমি এত ক'রে বল্লুম, আমার মাথা ধরেছে তা গ্রাহ্য হ'ল না!

সোহাগী। ইনি রাজাকে এখানে খুঁজ্‌তে এসেছেন।

(নেপথ্যে) বল্ বাপু, এখন যান্; রাজা টাজা এখানে নাই, রাজা খুঁজ্‌তে এসেছেন তা এখানে কেন? সভায় যাননা!

সোহাগী। না গো বাপু উনি রাগ কর্‌ছেন; আপনি যান, মানুষের অসুখ বিসুখ বোঝেনা।

মাধব। অসুখ আর বুঝিনি; তা না হ'লে আর এইছি! কি কর্ত্তে দেখ্‌ছি, কত দেরি, তা হ'লে ঠ্যাং ধরে টেনে বার কর্ব্বো, তোমরা অবীরে আরত কেউ নাই?

সোহাগী। হ্যাকাম করতে এসেছ?

মাধব। জলজেন্ত রাজাটাকে ঘরে দোর দিয়ে রেখেছ, আর আমার হ'ল হ্যাকাম!

সোহাগী। এখন তুমি যাবে কি না? অপমান হবে।

মাধব। তোমাদের বাড়ীতে এসে যে মান বেড়েছে, তার উপর আর কি অপমান হ'ব? দুটো দুর্ ছাই বল্‌বে তা ব'ল, আমি জানি যখন টিল্ মেরেছি, তখন ছিট্‌কে লাগ্‌বে।

সোহাগী। বেরুবে কি না বেরুবে বল?

মাধব। ওগো তোমরা এসগো—এসগো—রাজাকে গুম্ ক'রেছে!

[মাধবের প্রস্থান।

(উজ্জ্বলা, রাজা ও বিষাদের প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। কোথা গেলরে? ছড়া হাঁড়ির জল গায়ে দিতুম, দেখ্‌না আমাদের রাজার কি মান! চাকরের চাকরের মুগ্‌গিও নয়, যা ইচ্ছা তাই বলে গেল!

অলর্ক। এখন গেছে ত ? আর রাগ করে কাজ নেই, এস।

উজ্জ্বলা। না আমার স্পষ্ট কথা, যদি আমায় চাও, তা হ'লে ওর মুখ দেখ্‌তে পাবে না।

অলর্ক। ও একটা পাগল, ওর উপর রাগ কেন ?

উজ্জ্বলা। পাগল ! ঠ্যাং ধরে টেনে বার ক'রে ; বল ওর মুখ দেখ্‌বে না !

অলর্ক। না, দেখ্‌ব না, তাই হবে।

উজ্জ্বলা। না দেখ্‌বে না ; আমি দরওয়ানকে বলেছি, এবার দোরে এলে গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেবে।

অলর্ক। ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

উজ্জ্বলা। ছিঃ তুমি যাও।

[উজ্জ্বলা ও সোহাগীর প্রস্থান।

অলর্ক। একি বিপদ !

পিলু বাঁরোঁয়া—দাদ্‌রা।

বিষাদ। প্রেমের এই মানা না হ'লে প্রেম ত রবে না।
পিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পাবে না॥
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ,
সয়না কথার টান, প্রেম সরু সূতায় বাঁধা বাঁধি,
বাতাসের ত ভর সবে না॥

অলর্ক। তুমি সত্যি বলেছ, ওকে ঠাণ্ডা ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে এস, বলো মাধবের মুখ দেখ্‌ব না।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য,—উজ্জ্বলার বিলাসগৃহ।

উজ্জ্বলা ও অলর্ক।

উজ্জ্বলা। আমি আর দিন কতক দেখি, বনিয়ে চল ভালই; না হয় যে দেশের মানুষ সেই দেশে চলে যাব, তোমার সঙ্গে যে পোষায় এমন বোধ হয় না। তোমার রাজ্য আছে, মোসাহেব আছে, মন্ত্রী এসে নাকনাড়া দেন! তোমার সব রেখে তবে ত উজ্জ্বলা! আমি যেমন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তোমার কাছে এলেম, আমাদের অদৃষ্টের দোষ, তুমি কি কর্ব্বে বল!

অলর্ক। তোমার যে দেখ্‌ছি কিছুতেই মন পাওয়া যায় না।

উজ্জ্বলা। তা বৈকি, এখন বল্‌বে বৈকি? এখন নাকি হাতে পেয়েছ, যা বল্‌বার বলে নাও, যে খোয়ার কর্ত্তে হয়, ক'রে নাও! যদ্দিন কপালের ভোগ আছে, হ'ক্! তারপর তুমিই বা কে আর আমিই বা কে? কত বড় বড় রাজারাজড়ার ঘর থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে, কোন্ দিন আমায় নাতি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

অলর্ক। দেখ তুমি ওই কথাই তোল, তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করেছি যে স্ত্রীর মুখ দেখ্‌ব না; আর বেও কর্‌ব না। সভা থেকে জ্বলে পুড়ে এলেম, একটা মিষ্টি কথা

কও—একটা গান কর—তা নয় থালি ঝগ্ড়া। অমন করত আর আস্‌ব না।

উজ্জ্বলা। তা অনেক কাল বুঝেছি, তা অনেক কাল বুঝেছি! আমি থাক্‌তে চাইনে ভাই, আমি চলে যাচ্ছি। এ জন্মটা জ্বলে মলুম!

অলর্ক। দূর হোক্,—এর নাম কি আমোদ? এ ছাই পিণ্ডি, এ কোথা থেকে ছেয়ে পেত্নি নিয়ে এসেছি, ভ্যান্ ভ্যান্ প্যান্ প্যান্—এ দাও ও দাও, যা চাচ্ছেন তা দিচ্ছি—যা বল্‌ছেন তাই কচ্ছি—প্যান প্যানানি আর ঘোচে না।

উজ্জ্বলা। আর বাক্যির জ্বালা দিওনা—বাক্যির জ্বালা দিওনা! কেন পুড়িয়ে মার্‌ছ? একেবারে কেটে ফ্যাল, ফুরিয়ে যাক্! এই জন্যে কি আমি সব ছেড়ে এলেম?

অলর্ক। আচ্ছা, তুমি এখন প্যান্ প্যান্ কর, আমি চল্লেম।

উজ্জ্বলা। যাবে, যাওনা! আমি কি বারণ কচ্ছি, ধরে বেঁধে মানুষকে রাখ্‌বার দরকার কি? মন্ত আর ধরে বেঁধে রাখা যায় না।

অলর্ক। তুমি কি বল, আমায় কি কর্ত্তে বল?

উজ্জ্বলা। তোমার যা ধর্ম্মে হয়। একটা মানুষ সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে এল, তার কি হিল্লে কল্লে বল দেখি? তা বলিনি, চির-কাল বেঁচে থাক, কিন্তু যদি তোমার শরীরের ভদ্রাভদ্র হয়—তখন যে একটা অবলার জাতকুল খেলে, তার কি হবে। মনে কর, আমি যেন না বুঝেই এসেছি, তোমার কি এই উচিত?

অলর্ক। তোমায় যা আমি অলঙ্কার দিয়েছি, তার একখানা বেচলে রাজ্য কেনা যায়, তোমার বাড়ী দেখে রাজার ঈর্ষা

হয়। তুমি যখন যা বলেছ তাই শুনেছি—যখন যা চেয়েছ তাই দিয়েছি,—তোমার কথায় মাধবের সঙ্গে দেখা করি না! আর কি আমায় কর্‌তে বল ?

উজ্জ্বলা। লোক দেখানে দিয়েছ, তোমার রাজ্যে ঘর ;—কেড়ে নিলেই হবে।

অলর্ক। মনে করেছিলাম তুমি প্রেমিকা, আমি প্রেমের কিছু জানি না বটে ; কিন্তু এ কথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যে দুই প্রাণ এক হওয়ার নাম যদি প্রেম হয়, তা হ'লে এক জনের মনে এত অবিশ্বাস থাক্‌লে, কখন প্রেম হ'তে পারে না। ছি ছি কলঙ্কহ্রদে ডুবে আমি কি এই আমোদ কিন্‌লাম! মুক্ত খুঁজ্‌তে পাঁক্ তুল্লেম!

উজ্জ্বলা। ওগো আর বাক্যির জ্বালা সয়না—আর বাক্যির জ্বালা সয়না. একবারে মেরে ফেল ?

অলর্ক। দূর হক্—এখানে থাক্‌তে নাই।

[অলর্কের প্রস্থান।

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। যে দেখালে ভু, তারে দেখাও ভু। রাজাকে অম্‌নি ক'রে হাত ক'র্‌বে মনে করেছ। আমি মনে করেছিলাম তোমায় রাজরাণী ক'রে দেব। তা তুমি রাজার কাছে আমায় শুদ্দু পর কর্‌তে চাও। তোমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

উজ্জ্বলা। আহা, কি রাজরাণী ক'রে দিয়েছ!

মাধব। আমার অপরাধ কি? আমায় দুষছ কেন? তুমি রাজা দেখে ঘাব্‌ড়ে গেলে। একটা ফুস্‌মন্ত্র ঝেড়েছিলাম, তাইতে রাজা হাত কর্‌তে পেরেছিলে। ভাব্‌লে বুঝি মাধব বখরা চায়। আর দিন দুই সবুর কর্‌তে—কথা শুনে চল্‌তে, দেখতুম, কেমন না রাজা তোমায় সিংহাসনে বসিয়ে কোটালী ক'র্‌ত।

উজ্জ্বলা। তোমরা সবাই অধর্ম্মে, আমি কি তোমায় রাজা পর কর্‌তে চেয়েছি? রাজা পোড়ারমুখো যদি এখন তোমার কাছে না যায়। এই যে আমার কাছ থেকে চলে গেল, আমি ধরে রাখ্‌তে পার্‌লেম? আমি কাঙ্গাল ছিলেম কাঙ্গালই থাক্‌তেম, তোমার কথায় কাণ দিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা হ'ল।

মাধব। তা বেশ, আমি চল্লেম, আমি যে কথা বল্‌তে এসেছিলেম তা আর বলবার আবশ্যক নাই

উজ্জ্বলা। বলি কি কথাটাই শুনিনা।

মাধব। কাজকি, আবার তোমার সর্ব্বনাশ ক'রে বস্‌ব। একবার কথা শুনে রাজা পেয়েছ, আবার কথা শুনে রাজসিংহাসন পাবে, একেবারে মাটী হবে।

উজ্জ্বলা। অত ঠাট্টায় কাজ কি, কথাটাই কি বল না? রাজসিংহাসন অমনি প'ড়ে র'য়েছে, পেলেই হ'ল।

মাধব। না রাজা অমনি মাঠে চর্‌ছিল, ধর্‌লেই হ'ল।

উজ্জ্বলা। আর ন্যাকাময় কাজ কি? কি বল্‌বে বল শুনি।

মাধব। আমার ন্যাকাম না তোমার ন্যাকাম।

উজ্জ্বলা। হাঁ বাপু হাঁ, আমার চোদ্দপুরুষের ন্যাকামি, এখন কি বল্‌বে বল?

মাধব। আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি সিংহাসন পাও, আমায় কি দাও ?

উজ্জ্বলা। সিংহাসন পাই বা না পাই, আমায় কি কর্‌তে হবে বল ?

মাধব। তোমায় ছুটো ঘুর ঘুরে ধোরে খেতে হবে ? আর কি।

উজ্জ্বলা। ন্যাকাম কর্‌তে এয়েছ না কি ?

মাধব। চালাকি ক'রে উড়িয়ে দিলে হবে না। আমায় কি দেবে আগে বল ? তার পর কি কর্‌তে হবে বল্‌ছি।

উজ্জ্বলা। তুমি কি চাও ?

মাধব। যদি সিংহাসন পাও, তা হ'লে কি রাজাকে নিয়ে থাক্‌বে ?

উজ্জ্বলা। সে নিকেশ আমি তোমায় কি দেব ?

মাধব। সেই নিকেশ্‌টা চাই।

উজ্জ্বলা। রাজাকে ছেড়ে দেব, তোমার মত বেইমান আমি।

মাধব। বেইমানি তোমার চোদ্দপুরুষ জানে না, কেমন করে আর, আমি সিংহাসন পাইয়ে দিব। আমার গর্দ্দানটা কেটো। শোন, তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি, রাজা সিংহাসন ছেড়ে দিলেই যে তোমার একাধিপত্য হবে তা নয়। প্রজারা আবার রাজাকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা কর্‌বে। রাজারও মন ফিরে যেতে পারে, তুমি তা হ'লেই ভাসলে।

উজ্জ্বলা। তা হ'লে কি ক'রব ?

মাধব। তুমি স্বীকার পাও—আমার পরামর্শে চল্‌বে ?

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, আমি সিংহাসন পেলে তোমার কি লাভ ?

মাধব। কি জান, তুমি যখন মাতৃগর্ভে, তোমার মার পেটে

স্বাতিনক্ষত্রের জল পড়ে, তুমি যদি রাজসিংহাসনে বস, তা হ'লে আমার পিতৃপুরুষ বৈকুণ্ঠে যাবে।

উজ্জ্বলা। ঠাট্টা কর্‌তে এসেছ?

মাধব। না আমি সত্যি বল্‌ছি।

উজ্জ্বলা। তুমি যা চাও আমি দেব, রাজাকে ছাড়তে বল, ছাড়্‌ব। তুমি আস্‌তে চাও এস, আর তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুন্‌ব। গান শিখ্‌তে বল, গান শিখব। ময়ূর পঙ্খী চড়তে বল চড়ব।

মাধব। গাড়ী চড়তে বলি গাড়ী চড়বে, লুচি খেতে বলি লুচি খাবে, মোহনভোগ খেতে বলি মোহনভোগ খাবে, এত কষ্ট কি কেউ কারো জন্যে স্বীকার করেগা?

উজ্জ্বলা। তুমি খুব্ রসিক মানুষ, মুখপোড়া রাজাকে আমার কাজ নাই।

মাধব। এইবারে তুমি ঠিক্ বুঝেছ! আমায় নিয়ে এখন তোমার ঢের কাজ! রাজসিংহাসন পেলেও কাজ, এই কথাটী যেন মনে থাকে। একটী কথা শিখিয়ে দিয়ে যাই, রাজা যখন তোমায় সিংহাসন দেবে, তুমি মন্ত্রী বেটাকে খুব অপমান ক'রো, কিন্তু কর্ম্ম থেকে জবাব দিওনা। আর যে যে তোমার বিরোধী হবে, সব কয়েদ দেবে, কাউকে প্রাণে মেরনা।

উজ্জ্বলা। কেন শূলে দিলেইত আপদ্ চুকে যায়?

মাধব। তা বুঝি জাননা এরা রক্তবীজের অংশ, একটা মলে দশটা হয়, প্রাণে মারছ জান্‌তে পার্‌লে মরিয়া হ'য়ে সমস্ত প্রজা জুটে তোমায় মেরে ফেল্‌বে; একবার বা কয়েদ করলে—ভাল মানুষ দেখে ছেড়ে দিলে লোকের আশা থাক্‌বে।

উজ্জ্বলা। যা কর্‌তে হয় তুমি কর।

মাধব। তাইত তোমায় বল্‌ছি, রাজ্য পেলে দিন কতক আমার কথা শুনো; আর কিছু চাই না।

উজ্জ্বলা। তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব, তোমার চর-ণের দাসী হ'য়ে থাক্‌ব।

মাধব। তবে এই কথা রইল, আমি চল্লেম।

[মাধবের প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। (স্বগতঃ) পোড়ারমুখো সব্ পারে, এর কি মৎলব আছে! কি আর অন্য মৎলব্, আমার উপর মন পড়েছে; পোড়ার বাঁদর এক একটা কথা কয় খুব মিষ্টি! সোহাগি! সোহাগি! রাজা কোথায় গেল দেখিস্‌ত। দেখা পেলে বলিস্, আমি উপবাস ক'রে শুয়েছি।

(বিষাদের প্রবেশ।)

বিষাদ। ঠাক্‌রুণ! মহারাজ কি চলে গেলেন?

উজ্জ্বলা। কেন, তোমার খোঁজ পড়্‌ল কেন?

বিষাদ। আমি শুনে এসেছিলেম আপনি প্রেমিকা, আপ-নার কাছে সুখে থাক্‌ব বলে এসেছি, কিন্তু আপনি মহারাজকে যখন কটু বলেন, আমার প্রাণ কেঁদে উঠে; দেখুন, আমি যদি স্ত্রীলোক হ'তেম, আমি মহারাজকে হৃদয়ে বসিয়ে রাখ্‌তেম।

উজ্জ্বলা। তুমি মহারাজকে যদি অত ভাল না বেসে আমাকে ভালবাসতে, তা হ'লে আমি তোমাকে হৃদয়ে রাখ্‌তেম।

বিষাদ। আমি আপনাকে মহারাজের চেয়ে শতগুণে ভাল বাসব, যদি আপনি মহারাজকে যত্ন করেন। দেখুন, রাজার

কিছুই অভাব নাই, কত পদ্মিনী কামিনী ওঁর প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই রাজ্যেশ্বর তোমার প্রেমের ভিখারী, তারে কেন তুমি অযত্ন কর ?

উজ্জ্বলা। তুমি কেঁদে ফেল্লে যে ?

বিষাদ। কাঁদবনা, প্রেমিকের বেদনায় আমি বড় ব্যথা পাই !

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, আমি মহারাজকে যত্ন কর্‌ব।

বিষাদ। তবে ডেকে পাঠান।

উজ্জ্বলা। তুমি ভাবছ কেন, তিনি আপনিই আস্‌বেন।

বিষাদ। তিনি আপনি আস্‌বেন বটে, কিন্তু তুমি ডাক্‌তে পাঠালে তিনি স্বর্গ হাতে পাবেন।

উজ্জ্বলা। তুমি ছেলে মানুষ, অত শিখ্‌লে কোথা ?

বিষাদ। আমি যে প্রেমের দায়ে ঠেকেছি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, যদি কখন রাজ্য পাই, তাহ'লে তুমি কেমন প্রেমিক বুঝে নেব। কিন্তু সে আমার নিশির স্বপন, তুমি আমার সঙ্গে এস, তুমি কেমন প্রেমিক তোমার পছন্দ দেখ্‌ব, আমায় সাজিয়ে দেবে এস।

বিষাদ। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি রাজাকে ডেকে আনি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, তোমার সাধ হ'য়েছে যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ক্রীড়া-কানন।

অলর্ক ও মাধব।

অলর্ক। মাধব! এতদিনে জান্‌লেম প্রেম কথার কথা! আমি তোমার কথা শুনে অভ্যাস ক'রেছি, কারুর প্রাণে ব্যথা দিই না। আমি তারে রত্ন ভেবে ঘরে এনেছিলেম, দাস হ'য়ে তার মন জোগালেম—এমন কি তোমারও তত্ত্ব নিই নাই, কিন্তু কৈ, যে আমোদ খুঁজছি তা'ত পেলেম না! চাই অমৃত, পাই বিষ! আমি বলি এক, বোঝে আর! একে এনে অবধি এক দিনের তরে ত সুখী হইনি!

মাধব। মহারাজ! আমি ত আনন্দ জানি না। শুনেছিলেম প্রেমিকেরা আনন্দ লাভ করে, তাই আপনাকে বলেছিলেম; কিন্তু প্রেম সহজ নয়। আমি একটী প্রেমিকার গল্প শুনেছিলেম, তিনি রাজনন্দিনী ছিলেন—একজন রাখালের প্রেমে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে আনন্দ লাভ ক'রেছিলেন।

অলর্ক। আমিও ত সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রেছি!

মাধব। মহারাজ! সর্ব্বস্ব অর্পণ এরে বলে না। ধন, মান, জীবন, যৌবন—সমস্ত অর্পণ করলে তবে প্রেমলাভ হয়। আপনার এখনও রাজ্য আছে, মান আছে, সকলই আছে। আপনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করেছেন কেমন ক'রে?

অলর্ক। সে রাজনন্দিনী কি রাখালের মন পেয়েছিল ?

মাধব। রাখালকে পায়ে ধরিয়েছে, যোগী ক'রেছে, রাখাল তার জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছে !

অলর্ক। মাধব! আমি যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি, উজ্জ্বলা কি আমায় ভালবাস্‌বে ? দেখ, আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি যে উজ্জ্বলা যদি ভালবাসে, তাহা হ'লেই পৃথিবীতেই স্বর্গ। কিন্তু তার যে স্বভাব দেখ্‌ছি আর যাহা হয় হউক, সে প্রেমিকা নয়—প্রেমিকা হ'লে আমার প্রাণে ব্যথা দিত না। মাধব! তুমি কি উজ্জ্বলার জন্য আমাকে সর্ব্বত্যাগী হ'তে বল ?

মাধব। আমি কিছুই বলিনি, কিন্তু উজ্জ্বলা যখন আপনার নিকট এসে সে আপনাকে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিল যে আপনি তার কাছে সর্ব্বদাই থাক্‌বেন, অন্য কার্য্য ক'র-বেন না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আপনি ভঙ্গ ক'রেছেন। উজ্জ্বলা আমার শত্রু—কিন্তু সত্য কথা বলা উচিত, আপনি তার মর্ম্মে ব্যথা দিয়েছেন। সে আর কিছুই চায় না—সে আপনাকে চায় ; সেই আশায় আপনার সঙ্গে এসেছিল।

অলর্ক। আমি রাজা—রাজকার্য্য ত দেখা উচিত ?

মাধব। অবশ্য উচিত; কিন্তু তার নিকট প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা হ'য়েছে। প্রেমের এই রীতি, একবার সন্দেহ উপস্থিত হ'লে নানা সন্দেহের উদয় হয়। সেইজন্য আপনার সহিত দিনরাত কলহ করে। আমার মনে তো এই নেয়; আপনি তার সঙ্গে থাকেন তার মন বেশ বুঝতে পারেন।

অলর্ক। না মাধব! সে প্রেমিকা নয়, সে অতি কুটিল।

মাধব। হ'তে পারে, সে প্রেমিকা নয়, কিন্তু সে প্রেমিকা

কি নয় পরীক্ষা করা হয়নি; ভেবে দেখুন সে অবলা; তার মনে হ'তে পারে, যখন রাজা এই কথাটা রাখ্লেন না, তখন যে চিরদিন স্থান দেবেন, তার নিশ্চয় কি?

অলর্ক। মাধব! তুমি তারি হ'য়ে বল্‌চ, আমার দুঃখ বুঝ্‌চ না।

মাধব। মহারাজ! আমি কাহারো হ'য়ে বল্‌চি না, উজ্জ্বলা আমার শত্রু, বন্ধু নয়; কিন্তু আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বল্‌ব, যে প্রথম অপরাধ মহারাজের।

অলর্ক। আমারি অপরাধ? আমি এত কর্‌লেম!—

মাধব। আপনি কি কর্‌লেন, স্ত্রীলোক তা বোঝেনা! যখন কথা রাখলেন না, সে মনে ক'র্‌তে পারে যে আপনি তাকে ভালবাসেন না; আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রেমে কথায় কথায় অভিমান, সে অভিমান ক'রে আপনাকে দুকথা বলে।

অলর্ক। আমি ভালবাসি কি না পরমেশ্বর জানেন!

মাধব। মহারাজের মনে যদি এরূপ হয় যে উজ্জ্বলা আপ-নাকে ভালবাসে না; ও ঝঞ্চাটে কাজ কি? ত্যাগ করুন না।

অলর্ক। ত্যাগ ক'র্‌ব এ কথা মনে কর্‌লে আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমি কি তাকে ত্যাগ কর্‌বার জন্য কলঙ্ক ভার বহন করলাম!

মাধব। মহারাজের এ কুল ও কুল দুকুল বাঁচাই কেমন করে? যন্ত্রণা বোধ হয়, ত্যাগ করুন—আর তার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বস্ব অর্পণ করুন।

অলর্ক। তবু যদি তার মন না পাই!

মাধব। এ কখন হয় না। আমি ত সেই রাখালের কথা বল্‌ছিলাম, সে রাজনন্দিনীকে তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু যখন দেখ্‌লে

যে রাজনন্দিনী তার জন্য ধন, মান, জীবন, যৌবন সকলি অর্পণ ক'রেছে, তখন সেই রাজনন্দিনীকে সিংহাসনে বসিয়ে তার কোটালী ক'রেছিল—এ বৃন্দাবনের কথা, সকলেই জানে।

অলর্ক। মাধব! আমার মনে সন্দেহ উদয় হচ্ছে—উজ্জ্বলা আমার নয়।

মাধব। তবে ত্যাগ করুন।

অলর্ক। না মাধব! তা' পার্‌ব না।

মাধব। তবে কি এই ঝঞ্চাট চিরদিন পোয়াবেন?

অলর্ক। না আমি তোমার কথা রাখব, আমার অদৃষ্টে যা হয় হোক্—লোকে ঘৃণা করে করুক্, আমি সর্ব্বত্যাগী হব। মাধব! তুমি উজ্জ্বলাকে ডাক।

মাধব। যে আজ্ঞে।

[মাধবের প্রস্থান।

অলর্ক। (স্বগতঃ) কে জানে কি স্রোতে জীবন পড়েছে। শুনেছি, যে রত্ন চায় তাকে সাগরে ঝাঁপ দিতে হয়, আমিও সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি, কিন্তু রত্ন ত পেলেম না। যখন ডুবেছি তখন উঠব না—যদি পাই! যদি উজ্জ্বলা আমার হয়, তাহ'লে আমি রাজ্য, ধন কিছুই চাইনি।

(বিষাদের প্রবেশ।)

অলর্ক। কিহে বিষাদ! কি মনে করে?

বিষাদ। মহারাজকে ডাক্‌তে এসেছি।

অলর্ক। কেন কিছু লাঞ্ছনা কম হ'য়েছে নাকি?

বিষাদ। ছি ছি মহারাজ!

লাঞ্ছনায় যদি তব ভয়,
দিওনা প্রেমিক পরিচয়।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা—প্রেমিকের আভরণ!
ফণির মাথার মণি যেইজন চায়
দংশনের ডর সে কি করে?
করি' ভয় মধুমক্ষিকায়
মধু কে হরিতে পারে?
প্রেম-সুধা সেত নাহি পায়
লাঞ্ছনায় ডরে যেবা!

অলর্ক। তুমি কি প্রেম জান? তোমার কথা শুনে বোধ হয় তুমি প্রেমিক।

বিষাদ। প্রেম কভু না জানি কেমন!
করিয়াছি আত্ম-বিসর্জ্জন—
এই মাত্র আছে স্মৃতি।
কিন্তু আমি আর নহি ত আমার,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার!
ভ্রমি অনুক্ষণ,
শুষ্ক পত্র পবনে যেমন—
হে রাজন্! বুঝিতে না পারি,
কি তরঙ্গ চলে প্রাণে।
দোলে প্রাণ লহরে লহরে,
দুখ সুখ মাখা সুখ দুখ ঢাকা,—
বিপরীত তরঙ্গের খেলা
এ রীতি বুঝিতে কিছু নারি।

যারে চাই সেই ঠেলে পায়!
তবু প্রাণ পুন তারে চায়,
বিড়ম্বনা বুঝিব কেমনে!
দিবস শর্ব্বরী আত্মহারা ফিরি,
না জানি কি ভাবে যায় দিন।
কভু আশার বিকাশ,
কভু বহে দীর্ঘশ্বাস,
পিয়াসী—পিপাসা নাহি মেটে।
পড়েছি সঙ্কটে,
অকূলে না হেরি কূল!

অলর্ক। বালকের অবয়ব তব
কিন্তু জ্ঞানী তুমি প্রবীণ সমান!
পশিয়াছ মম অন্তঃস্থলে—
মম প্রাণ যেই ভাবে চলে,
প্রত্যক্ষ ক'রেছ সমুদায়।
আমি বুঝিতে না পারি
কিবা ভাবে ফিরি?
অমৃত কি গরল প্রয়াস!
চলে মন প্রমত্ত বারণ,
নাহি মানে মানা,
কি বাসনা বুঝিতে না পারি।
দুখ পাই তবু দুখ করি আলিঙ্গন,
কেবা জানে কি স্রোতে জীবন চলে,
উপায় কি জান তুমি?

বিষাদ। জানিলে উপায়,
করিতাম আপন বিহিত।
পড়েছি পাথারে,
কিন্তু কূলে যেতে নাহি সাধ!
অকূলে ভাসিব—
চিরদিন কাঁদিয়া কাটাব!
এইমাত্র উচ্চ অভিলাষ হৃদে।
সাধে নাম নিয়েছি "বিষাদ"
বিষাদ বাসনা—বিষাদ আনন্দ মম,
যত্ন ক'রে হৃদয় আগারে
বিষাদ রাখিব ধরে।

অলর্ক। তুমি অদ্ভুত বালক!
হ'তে যদি নারী—
হেন মনে অনুমান করি,
বুঝি মম পূরিত বাসনা,
ভালবেসে তোমারে বালক!
তুমি প্রেমময়,
হাসে ভাষে হাব ভাবে পাই পরিচয়।
ভালবেসে পাইতাম প্রতিদান।

বিষাদ। ভাল কি বাসিতে মোরে রমণী হইলে?
যদি ভালবাস—
নারী হই তব প্রেম-আশে।
কিন্তু প্রেমিকের পরিচয় নাহি পাই
লাঞ্ছনার ভয়ে—উজ্জ্বলারে ঠেলে পায়

হেন জনে প্রাণ সমর্পণে কিবা ফল
বলহে রাজন্!

অলর্ক। শুন প্রাণহীনা উজ্জ্বলা নিশ্চয়—
নহে কেন প্রাণের বেদনা নাহি বুঝে
আমি প্রাণপণে যত্ন করি তারে
সে আমারে করে অবহেলা।
বিশ্বাস প্রেমের মূল—নাহি তার মনে,
তার সনে কুক্ষণে আমার দেখা,
কণ্টক ফুটিল—কুসুম না হইল চয়ন,
ভুজঙ্গ দংশিল—মণি না মিলিল—
গরল জ্বলিল প্রাণে!

বিষাদ। ভাল মন্দ করে যে বিচার,
প্রেম কোথা তার?
প্রেম—বিমল গগন-বারি,
সুস্থান কুস্থান নাহি জ্ঞান,
সমভাবে হয় বরিষণ।
ভালবাসা স্বভাব যাহার,
ভালবাসে, ভালমন্দ গণনা না ক'রে।

(তিনজন ফকিরের প্রবেশ।)

খট্ মিশ্র—ভরতঙ্গা।

বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা কখন হাসায় কখন কাঁদায়॥
এই পায়ে ধরি এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জ্বলে
কাছ থেকে সরি,

আবার না দেখে তায় তখুনি মরি;—
হায়রে হায় বলিহারি নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায়।

[বিষাদের প্রস্থান।

অলর্ক। তোমরা সেই বিরহিণী নয়?

১ম ফঃ। আজ্ঞে হাঁ, আপনাকে ধর্‌তে এসেছি।

অলর্ক। আমায় ধর্‌তে এসেছ কেন?

১ম ফঃ। আমরা চার বিরহিণী ছিলুম, আর আপনি এক বিরহিণী হ'লেন—এই নিয়ে পাঁচ বিরহিণী হ'লেম।

অলর্ক। আমি বিরহিণী তোমায় কে বল্লে?

১ম ফঃ। যারা অপঘাতে ম'রে ভূত হয়, তারা যেখানে যে অপঘাতে মরে তা তা'রা টের পায়, আমাদেরও অপঘাত মৃত্যু, আর মহারাজেরও অপঘাত মৃত্যু; সঙ্গী পেয়েছি তাই এসেছি।

অলর্ক। আচ্ছা, বিরহিণি! তোমরা ত খুব আমোদ ক'রে বেড়াও, কিন্তু আমি দিবানিশি জ্বলি; আমি ভূত হ'য়েছি বটে কিন্তু তোমাদের মতন ভূত হ'য়েত নাচ্‌তে পারলুম না।

২য় ফঃ। আমরা কি একেবারে নেচেছিলুম? ক্রমে ক্রমে নাচ শিখেছিলুম। আপনি যখন নাচ শিখ্‌বেন তখন কি আর ঘরে থাক্‌বেন? আমরা তর্কে তর্কে ফির্‌ছি, কতদিনে আপনাকে ঘরের বার কর্‌ব।

অলর্ক। তোমাদের তাতে লাভ!

১ম ফঃ। আমরা লাভ লোকসান খতাইনি, আমরা সঙ্গী খুঁজি, যদি সঙ্গী পাই নেচে গেয়ে বেড়াই।

[প্রস্থান।

অলর্ক। বোধ হয়, সর্ব্বত্যাগী হ'লে আনন্দ পাওয়া যায়। এ ফকিরগুলো সদানন্দ—পরমানন্দে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

(উজ্জ্বলা ও মাধবের প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। মহারাজ! ডেকেছেন কেন?

অলর্ক। উজ্জ্বলা! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি আমারি দোষ, আমি তোমার সঙ্গে প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ করিছি; কিন্তু আমি রাজা—অনন্যোপায় হ'য়ে কথা রাখ্‌তে পারিনি, রাজ্য রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য—এই জন্য পারিনি।

উজ্জ্বলা। মহারাজ! সে আমার অদৃষ্টের দোষ। কিন্তু মনে ক'রে দেখুন আমি একথা পূর্ব্বে বলেছিলুম যে যদি আমায় পায়ে স্থান দেন আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব; সে সাধ আমার মিট্‌ল না, আমি মনকে বুঝিয়েছি যে সে সাধ মিট্‌বার নয়, এখন আমার এইমাত্র মিনতি যে এক একবার যেন দর্শন পাই! আপনাকে না দেখ্‌লে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়, এই কথাটী যেন মনে থাকে।

অলর্ক। উজ্জ্বলা! আমায় দুষ্‌চ, কিন্তু তুমি যদি রাজা হ'তে তোমায়ও সময়ে সময়ে রাজকার্য্য দেখ্‌তে হ'ত।

উজ্জ্বলা। মহারাজ! রাজকার্য্য জানিনা। আমি ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে, কেবল মহারাজকে জানি, আমার আর কিছু দেখবার সাধ নাই, কেবল চন্দ্রবদন দেখবার সাধ আছে। যখন সে সাধে বিষাদ হয় আমি দশদিক শূন্য দেখি! আবার আপনার মুখ দেখলে পোড়া অভিমানের উদয় হয়, অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে কখন কি বলি, মহারাজ আপনি অনুগ্রহ ক'রে মার্জ্জনা কর্‌বেন।

অলর্ক। তুমি রাজা হ'লে রাজকার্য্য দেখ্‌তে না?

উজ্জ্বলা। আমার চক্ষু আর কিছু দেখ্‌তে জানেনা; যা' দেখেছি তাইতে মোহিত হ'য়েছি, আর কিছুতে সাধ নাই।

অলর্ক। আচ্ছা দেখি, পরীক্ষা ক'রে দেখি। আজ থেকে রাজ্য আমার নয়, তোমার। উজ্জ্বলা! আমায় কি দেবে?

উজ্জ্বলা। আমার আর কিছু ত নাই। যা' ছিল তা' দিয়েছি।

অলর্ক। এখন কি তুমি আমায় ভালবাসবে?

উজ্জ্বলা। না!

অলর্ক। কেন উজ্জ্বলা? সর্ব্বত্যাগী হ'লে কেন ভালবাসবে না?

উজ্জ্বলা। আমি ভাল বেসেছি—আর নূতন ভালবাসবার শক্তি নেই—ইচ্ছা নেই। মহারাজ! অভিমানে একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা হচ্চে বলি, আপনি আজ সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে ভালবাসা চাচ্চেন, কিন্তু আমি আপনাকে দেখেই ভালবেসেছি! আপনি আমায় ভাল-বাসবেন এ প্রত্যাশা নয়, আমি ভালবেসেছি, আর উপায় নাই!

অলর্ক। উজ্জ্বলা! আমায় মার্জ্জনা কর। আমি এতদিন তোমার সহিত প্রেমের ভান ক'রেছি। মাধব! মন্ত্রীকে ডাক। আজ থেকে রাজ্য আমার প্রিয়ার।

মাধব। এই যে মন্ত্রী আস্‌ছেন।

(শিবরামের প্রবেশ)

শিবরাম। মহারাজ! পরিচারিকারা সংবাদ দিলে আজ কয়দিন রাজ্ঞী কোথায় চলে গিয়াছেন!

অলর্ক। তা আমার কি?

শিবরাম। আমি দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে কোথাও সংবাদ পেলেম না। তিনি কি আত্মহত্যা ক'র্‌লেন!

অলর্ক। তা হ'লে ত আপদ গিয়েছে; শোন আজ হ'তে আমি আর রাজা নই, রাজ্যের অধিশ্বরী আমার প্রিয়া। তুমি দেশে দেশে ঘোষণা দাও—আমি নফর মাত্র।

শিবরাম। মহারাজ! একি সর্ব্বনেশে কথা বলেন!

অলর্ক। আমার আজ্ঞা তুমি পালন কর।

মাধব। (উজ্জ্বলাকে জনান্তিকে) এ ব্যাটাকে খুব অপমান কর।

উজ্জ্বলা। কি বল্‌ব?

মাধব। সোহাগি তুই যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগাল দে।

সোহাগী। আমি পার্‌বনা বাপু।

[মাধবের প্রস্থান।

অলর্ক। মন্ত্রি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? এই দণ্ডেই রাজ্যে ঘোষণা দাও।

শিবরাম। মহারাজ! আমায় অবসর দিন, আমি রাজ্যে ঘোষণা দিতে পার্‌ব না; আপনিই দিন।

অলর্ক। তুমি আমার আজ্ঞা হেলন কর!

শিবরাম। আমি রাজ-আজ্ঞা-বাহী। মহারাজ বল্লেন আপনি আর রাজা নন!

অলর্ক। প্রিয়ে! তুমি অনুমতি দাও।

উজ্জ্বলা। যাও রাজ্যে ঘোষণা দাও।

শিবরাম। আমি বারবিলাসিনীর দাস নই।

অলর্ক। আমার প্রাণেশ্বরী; বারবিলাসিনী বলোনা!

উজ্জ্বলা। মন্ত্রি! তোমার বড় স্পর্দ্ধা।

শিবরাম। মহারাজ! আমি মস্তক দিতে প্রস্তুত, তথাপি আমি বারবিলাসিনীর নফর হ'ব না। হায়, হায়! এও আমায় দেখ্‌তে হ'ল।

সোহাগী। তবে রে বুড় ড্যাক্‌রা! যত বড় মুখ তত বড় কথা।

শিবরাম। ওঃ বিধাত! এত অপমান অদৃষ্টে লিখেছিলে!

অলর্ক। মন্ত্রি! যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে, আমি যে পথে অগ্রসর হ'য়েছি, সেই পথে চল্‌ব। তুমি অবাধ্য হ'ওনা; আমায়ও বাতুল মনে ক'রে মার্জ্জনা কর। অবাধ্য হ'লে তুমি অধিক অপমানিত হবে, আমার মিনতি তুমি অবাধ্য হ'ওনা।

শিবরাম। যে আজ্ঞে।

[শিবরামের প্রস্থান।

অলর্ক। এস প্রিয়ে! সিংহাসনে বস্‌বে এস! দেখ, মন্ত্রীকে মার্জ্জনা ক'রো ও আমার পিতামহের মন্ত্রী, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাগ ক'রোনা।

[অলর্ক উজ্জ্বলা ও সোহাগীর প্রস্থান।

(শিবরামের পুনঃপ্রবেশ।)

শিবরাম। যা থাকে অদৃষ্টে! কার্য্যে অবসর লই। রুষ্ট হ'বেন, প্রাণ বধ কর্‌বেন—করুন! কই রাজা কোথা? বারবিলাসিনী আমার অপমান কল্লে! এই জন্যেই কি আমি জীবন ধারণ করেছিলেম! এর কি প্রতিশোধ নাই! অলর্ক—বালক! ওরে কি দুষ্‌ব; বেশ্যার চাতুরিতে মুনি ঋষিও মুগ্ধ হন, দুরাত্মা মাধব এই সর্ব্বনাশ কল্লে। রাজ্য ছারখার হ'ল; স্বর্গীয় মহারাজ

আমার হস্তে রাজ্য সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে তাঁর মৃত্যুকালের অনুরোধ রাখ্‌তে পারলেম না। যাই, দেশত্যাগী হইগে। আমি লোকের কাছে কিরূপে মুখ দেখাব, এ অপমানের কি প্রতিশোধ হবে না? ধিক্! আমার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণে ধিক্! না, লোকালয়ে আর মুখ দেখাব না।

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। কি মন্ত্রী মহাশয়! ভাবচেন কি?

শিবরাম। নরাধম! দূর হ, তোর ছায়া স্পর্শে সাধুজনও কলুষিত হয়।

মাধব। আমি ত দূর হচ্চিনি, হ'তে আপনি দূর হচ্ছেন।

শিবরাম। বাপু, আমায় মার্জ্জনা কর, পথ দেখ।

মাধব। পথ দেখ্‌চি, বামুনের ছেলে বেশ্যার গাল্‌টা খেয়ে চুপ্ ক'রে থাক্‌বে?

শিবরাম। কেন বাপু, আমি ত তোমার নিকট কোন অপরাধ করিনি, আমার কাছে আর কি তোমার আবশ্যক? যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি তা বেশ্যার অপমানেও কি পরিশোধ হয়নি? যদি না হ'য়ে থাকে তুমি দুট কটু বলে যাও।

মাধব। কটু বল্‌তে ত আসি নি।

শিবরাম। আমার ভাগ্য প্রসন্ন; এখন স্থানান্তরে যান, আমি বৃদ্ধ—যথেষ্ট হ'য়েছে।

মাধব। কি বল্‌তে এসেছি শুনুনই না, আপনি ত আর খোকা নন, ভুলিয়ে দেব, যদি ন্যায্য কথা হয় শুন্‌বেন, না হয় আমি চলে যাব—এতে ত কোন দোষ নাই?

শিবরাম। আচ্ছা বাপু কি বল্‌বে বল ?

মাধব। এ অপমানের প্রতিশোধ দিলে হয় না !

শিবরাম। এই কথা, বলা ত হ'য়েছে এখন পথ দেখ !

মাধব। কথা ফুররনি ; আরো কথা আছে।

শিবরাম। বল বাপু বল।

মাধব। কাশ্মীরপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত তা আপনি জানেন ?

শিবরাম। বলে যাও বাপু বলে যাও ; আমাকে ভালমন্দ জিজ্ঞাসা ক'র না, দোহাই তোমার।

মাধব। আচ্ছা, আমি বলেই যাচ্ছি, কাশ্মীরপতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, তিনি একবার আপনাকে ডেকেছেন। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর ভগ্নীকে সিংহাসন দেন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যার পরিবর্ত্তে কাশ্মীরকুলদুহিতা রাজ্যেশ্বরী হন, একি প্রার্থনা নয় ? আপনি ভাবচেন রাজার দশা কি হবে ? তিনি সাধ্বী স্ত্রী—তিনি সিংহাসন পেলে রাজা যেমন রাজ্যেশ্বর তেমনি থাক্‌বেন, এখন বেশ্যাসক্ত হ'য়েছেন দিন কতক তাঁরে একটু দমন করা।

শিবরাম। তোমার সঙ্গে কি কাশ্মীরপতির পরিচয় আছে ?

মাধব। এতক্ষণ আমি বল্‌বার জন্য উপাসনা ক'রেছিলাম, এখন আবার আপনিই প্রশ্ন কর্‌ছেন, তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। শুনুন! আমি মহারাজ জিতসিংহের নিকট পরিচিত। তিনি আমায় বল্লেন, যে তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ করবেন। আপনি এক-বার সাক্ষাৎ কর্‌লে হয় না ?

শিবরাম। কাশ্মীরপতি ভগ্নীকে রাজা কর্‌বেন, না স্বয়ং রাজা হবেন ? তাঁর আন্তরিক প্রতিজ্ঞা কি তা কিছু বুঝ্‌লে ?

মাধব। বোঝাবুঝি যা হয় আপনি গিয়ে কর্‌বেন।

শিবরাম। বুঝেছি তোমার ভাব বুঝেছি, আমায় রুদ্ধ কর্‌বেন এই মাত্র।

মাধব। যদি তাই হয়, বেশ্যাদাস মন্ত্রী হওয়া ভাল বা কাশ্মীর-পতির বন্দী হওয়া ভাল ? যুদ্ধ হবেই—বেশ্যারাণীর দ্বারা কতদূর জয়লাভ হবে তা আপনি বুঝুন, সৈন্যগণেরও অবস্থা দেখুন ; ভাণ্ডার ধনশূন্য তা অবগত আছেন। আমি এই সংবাদ দিলুম, আপনার যা বিবেচনা হয় করুন।

শিবরাম। শোন মাধব! তোমার কথায় কতক যুক্তি আছে, আমি অপমানিত হয়েছি বটে, তথাপি অলর্কের অনিষ্ট দেখ্‌তে পার্‌ব না।

মাধব। যুদ্ধ হ'লে অলর্কের প্রাণবধ দেখ্‌তে হবে। যদি এ যুদ্ধে জয় হয়, কনোজ যুদ্ধ পশ্চাতে!

শিবরাম। তোমার নিকট কাশ্মীরপতি কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রেছেন ?

মাধব। আমায় দূতস্বরূপ আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, তাঁর অভিপ্রায় আমি যতদূর অবগত—জানাচ্ছি। তাঁর সিংহাসনে আশা নাই। কাশ্মীর ও অযোধ্যার মধ্যে অনেক রাজত্ব আছে, তিনি কাশ্মীর হ'তে অযোধ্যা শাসন কর্ত্তে পার্‌বেন না ; এবার সেই সকল রাজাদিগের অনুমতি অনুসারে সৈন্য ল'য়ে এসেছেন। তাঁর ভগ্নীর অপমানের কথা বলাতে রাজারা সৈন্যের পথরোধ করেনি। আপনার কি মনে হয় যে তিনি এই সমস্ত রাজাদিগের নিকট মিথ্যাবাদী হবেন? আর যদি হন, এই স্বাধীন-রাজ্য সকল ব্যবধান সত্বেও অযোধ্যা রক্ষা কর্ত্তে পার্‌বেন ?

শিবরাম। মাধব! তুমি কে ? আমি দেখচি রাজকার্য্যে

তুমি বিশেষ নিপুণ অতি দূরদর্শী, কিন্তু তোমার এরূপ মতি গতি কেন?

মাধব। সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? যে যেমন বর্ব্বর আপনার কাজে তৎপর; অবশ্যই কোন কার্য্য আছে।

শিবরাম। এইতে আমার অবিশ্বাস হয়; তোমার কি কার্য্য আছে প্রকাশ কর।

মাধব। বোধ কর যদি উজ্জ্বলার প্রতি আমার মন থাকে, সে যদি আমায় তাচ্ছিল্য ক'রে থাকে, এতদূর তাচ্ছিল্য ক'রে থাকে, যে রাজাকে পর্য্যন্ত বিরূপ করে তা হ'লে কি আমার কার্য্য সঙ্গত বোধ করুন?

শিবরাম। আশ্চর্য্য! মানব-প্রকৃতি দেবতারাও অবগত নন। চল আমি কাশ্মীরপতির সহিত সাক্ষাৎ ক'রব, যদি ভগবান দিন দেন, বেশ্যাকে হাতে পাই। চল এখন মিথ্যা রোষ প্রকাশ। (স্বগতঃ) মাধব তুমি যে অনিষ্টের মূল আমি ভুল্‌ব না।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মন্ত্রণা-গৃহ।

(সোহাগী ও উজ্জ্বলা।)

সোহাগী। আমি বলি তুমি রাজাকে মেরে ফেল আপদ চুকে যাক্। রাজার মন কবে ফির্‌বে, কবে তোমায় তাড়িয়ে দিবে, এখন ভাঙ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে, এই বেলা একখানা ছুরি বুকে বসিয়ে দাও।

উজ্জ্বলা। না, সোহাগি! তুই বুঝিস্ না, গোল হবে। দেখি যদি চেপে রাখ্‌তে পারি, তা হ'লে খুন্ ক'রে ফেল্‌ব। এখন আর ত পালাবার যো নাই—পাহারা রেখে দিয়েছি, কয়েদ থাক্‌বে; আমি মাঝে মাঝে কাছে গেলেই কয়েদ করিছি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। রাজা নিরুদ্দেশ শুনে প্রজারা যদি কিছু না বলে তার পর মেরে ফেল্‌ব—একবারে কিছু না! সব রয়ে বসে ভাল।

সোহাগী। আমার কথা শুন্‌চ না—দেখ্‌বে পস্তাতে হবে।

উজ্জ্বলা। না তুই বুঝিস্ নি, মাধব পোড়ারমুখো খুন্ কর্‌তে বারণ ক'রেছে।

সোহাগী। বারণ ক'রেছে কেন জান? তুমি যদি তার মন-মত হ'য়ে চল—ভাল, নহিলে রাজার মন ফিরিয়ে দিয়ে তোমায় দূর ক'রে দেবে। এ যদি না হয় আমায় বাপে জন্ম দেয়নি।

উজ্জ্বলা। রাজার মন ফেরাবে কি করে ?

সোহাগী। তুমি একটা সামান্য বেশ্যা, রাজার মন ফিরিয়ে তোমায় রাজ্যেশ্বরী ক'রে দিলে, আর রাজার মন ফিরিয়ে তোমায় দূর ক'রে দিতে পারে না! ও সব পারে। আগে রাজাকে মার, তারপর ওরে মার। আর, মন্ত্রীকে কবে কয়েদ কর্‌বে ?

উজ্জ্বলা। হঠাৎ মন্ত্রীকে কয়েদ কর্‌লে একটা গোল বাধ্‌বে। সে যখন হুকুম শুন্‌চে, তারে এখন কিছু বলবার দরকার নাই; তার আর কি, রাজার মাহিনে খেত এখন আমার মাহিনে খাবে, তিন গুণ মাহিনা বাড়িয়ে দিয়েচি, আর জমীদারি দিয়েচি—সে হাত হ'য়েছে—তারে এখন চাই! শুন্‌চি রাণীর ভাই যুদ্ধ কর্‌তে আস্‌ছে।

সোহাগী। রাণী—কোথায় গেল বল্‌তে পার ? সে আবার একটা বিপদ, সে এসে প্রজাদের খেপাবে।

উজ্জ্বলা। খেপায় খেপাবে; টাকায় সব বশ, যারে পারি কয়েদ ক'র্‌ব, যারে না পারি টাকায় বশ ক'র্‌ব, তুই ভাবচিস্ কেন ? এখন মাধবকে হাত ছাড়া করচি নি। সে আমার দিকে থাক্‌তে কোন ভয় নাই।

সোহাগী। সে যদি বেঁকে ?

উজ্জ্বলা। বেঁকবে কেন ? তার মনের কথা বুঝিস্ নে, তোকে কত চ'কে আঙ্গুল দিয়ে আর বল্‌ব, সে আমায় চায়।

সোহাগী। না আমার ত মনে নেয়না, তার একটা কি মত্‌লব আছে।

উজ্জ্বলা। আমার সঙ্গে আর মতল্‌ব কি ? রাজার ভয়ে কিছু ব'ল্‌ত না; তার মনের কথা টের পেয়েছি।

সোহাগী। যেমন তার ধরে পুতুল নাচায়, তেমনি মাধব আমাদের ধরে নাচাবে।

উজ্জ্বলা। না লো তুই বুঝিস্ নে।

(বিষাদের প্রবেশ।)

বিষাদ। ঠাক্‌রুণ! মহারাজ কোথায়?

উজ্জ্বলা। এই যে মহারাজ! আমি রাজ্যেশ্বরী, তুমি আমার প্রাণেশ্বর!

বিষাদ। কি বল্‌ছেন?

উজ্জ্বলা। কেন, তোমার মুখচন্দ্র মলিন হচ্চে কেন! তোমার ভয় কি? আমি রাজাকে বন্দী ক'রেছি, আর দিন কতক যাক্, একটু হুলুস্থুলটা থামুক, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে তোমায় কত ভালবাসি। তোমার কিছু ভয় নাই—রাজাকে আমি কারাগারে বদ্ধ ক'রেছি।

বিষাদ। ঠাকুরাণি!

এ কেমন মন্ত্রণা তোমার?
ল'য়ে দিবাকর কর, শশধর মনোহর!
তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী—রাজার প্রভায়—
সে জ্যোতি করোনা আচ্ছাদন;
মুক্ত কর—কারাগারে নাহি রাখ তারে—
ফুল শয্যা পরে নিদ্রা নাহি হয় যার।
সূপকার নানা যত্নে করে যার সুখাদ্য প্রস্তুত—
কারাগারে কোন প্রাণে রাখ তারে?
তোমা বিনে নৃপতি না জানে,

প্রাণ মন কায় বিক্রীত তোমার ঠাঁই,
কোন দোষে বন্দী কর তারে ?
ছি ছি তুমি নহত প্রেমিকা !
শীঘ্র চল রাজপদে যাচহ মার্জ্জনা
মুক্ত কর ভূপতিরে।

উজ্জ্বলা। আমি রাজা চাইনি, রাজ্য চাইনি, তোমাকে নিয়ে বনবাসী হই সেও ভাল—তুমি ভয় কর কেন ? আমি রাজ্যেশ্বরী, আমি যখন অভয় দিচ্ছি, তখন তোমার ভয় কি ? তোমায় বলি শোন, রাজাকে শীঘ্র মেরে ফেল্‌ছি, তোমার আপদ চুকিয়ে দিচ্ছি।

বিষাদ। অ্যাঁ !

উজ্জ্বলা। তুমি বেটাছেলে—এত ভয় ?

বিষাদ। আমার সন্দেহ দূর হচ্চে না, তুমি কি সত্য সত্য রাজাকে বন্দী ক'রেছ ? আমি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে প্রত্যয় করি না।

উজ্জ্বলা। সোহাগি ! যা দেখিয়ে নিয়ে আয়, স্বচক্ষে দেখে এস, রাজা ভাঙপানে অচেতন, সতর্ক প্রহরী, পুরী রক্ষা কর্‌ছে তা হ'লে ত তোমার প্রত্যয় হবে।

বিষাদ। হ্যাঁ !

উজ্জ্বলা। সোহাগী নিয়ে যা। মন্ত্রী এখনও দেরি কর্‌ছে কেন ? এই যে আস্‌ছে।

[বিষাদ ও সোহাগীর প্রস্থান।

(শিবরামের প্রবেশ।)

শিবরাম। রাজ্ঞি ! আপনি আমায় ডেকেছেন কেন ?

উজ্জ্বলা। আর কে কে বিরোধী আছে? তাদের সকল-কেই আজ রাত্রেই কারাগারে দাও।

শিবরাম। যে আজ্ঞে।

উজ্জ্বলা। সৈন্যেরা সকলেই ত বশ?

শিবরাম। আপনার অর্থবলে সকলে আপনার অধীন।

উজ্জ্বলা। সদানন্দ নামে যে পারিষদ, সে আমার বিরূপ; তার মুখ দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আজি তাকে কারাগারে পাঠাও।

শিবরাম। যে আজ্ঞে!

উজ্জ্বলা। মাধব কোথা গেল তত্ত্ব নাও।

শিবরাম। যে আজ্ঞে।

উজ্জ্বলা। শুন্‌ছি রাণীর ভাই যুদ্ধ কর্‌তে আস্‌ছে, সে কতদূর?

শিবরাম। কোথায় কি? আমি থাক্‌তে সে সব ভাব্‌তে হবে না; আপনি নিশ্চিন্তে রাজ্য করুন।

[শিবরামের প্রস্থান।

(সোহাগীর পুনঃ প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। কিরে বিষাদ কোথায় গেল?

সোহাগী। তার আর বিশ্বাস হয় না, আগে রাজা উঠুক, দেখি কেমন বেরুতে না পারে।

উজ্জ্বলা। ছেলে মানুষ—ভয় পায়। আরও কাজ আছে। আজ আমি সেনাপতির কাছে যাব; সেনাপতি কেবল রাজার উপরোধে আমায় কিছু বলেনি। তাকে আগে বশ করা উচিত। সোহাগি! তুই পারবিনি?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সজ্জা গৃহ।

(অচেতন অবস্থায় অলর্ক—পার্শ্বে বিষাদ দণ্ডায়মান।)

বিষাদ। উঠ, উঠ মহারাজ!
বারবিলাসিনী-ছলে জীবন সংশয় তব,
মেল পদ্ম আঁখি—বিলম্বে বিপদ হবে।
উঠ উঠ মহারাজ!—
সংজ্ঞাহীন, কি করি উপায়?
কোথা ভগবতী দুর্গতি কর মা দূর!
একা নারী কি উপায় করি?
ভাঙ পানে নিদ্রিত প্রহরী
সচেতন হবে পুনঃ।

(দুইজন চোরের প্রবেশ।)

১ম চোর। আঃ শালারা খুব নেশা ক'রে ঘুমুচ্চে। আমরা এতদিন জানতুম যে শালারা জেগে থাকে। মুরুব্বি সব সন্ধান রাখে। কোন্ ঘরে এলি? নাক্ ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে—এখানে কি টাকা আছে? ওরে জেগে আছে, পালা! পালা!

বিষাদ। নাহি ডর, শুন হে তস্কর!
বন্ধু তব—অরি নহি আমি।

দিব যত ধন তব প্রয়োজন—
বন্দী পতি অরির কৌশলে ;
রাজঅঙ্গে হের আভরণ—করহ গ্রহণ,
অমূল্য রতন—রাজ্যেশ্বর হবে জনে জনে।
পিতা তোমা দোঁহে—রক্ষা কর তনয়ার প্রাণ।
পতি ভিক্ষা মাগিছে দুহিতা !

১ম চোর। আরে একি ! রাজার বাড়ীতে কি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় ?

২য় চোর। আরে যা হয় হোক্ না ; বড় ঘরের কথায় আমাদের কাণ দিয়ে কাজ নাই, আমরা গহনা নিয়ে সরি আয়।

১ম চোর। না, সেটা বেইমানি হয়। দেখ্ চেঁচালে না, আপনা হ'তে দিতে চাচ্চে, আমরা টেনে নিয়ে যাই চল্‌না, বনে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসব, তারপর যা হবার তাই হবে।

বিষাদ। রাখহ বচন—দিব আরো ধন,
নিয়ে চল পতিরে আমার,
বিলম্বে বিপদ হবে—প্রহরী জাগিবে !

২য় চোর। (রাজাকে দেখিয়া) ওরে ! ওরে ! মেলা গহনা, মুক্তো দেখ্‌ছিস্—পায়রার ডিম, দুটোকে খুন ক'রে নিয়ে পালাই চ।

১ম চোর। তুই ত বড় অধর্ম্মে ! চুরি কর্‌তে এসেছিস্ চুরি কর্, খুন্ করা কেন ? আর বাপু ধড়পাকড়্ করে, খোঁচাটা খাঁচাটা দিবি।

বিষাদ। হে তস্কর !
সতী আমি, বাক্য মম নাহি কর হেলা।

কর অভীষ্ট পূরণ,
পূর্ণ হবে তব আকিঞ্চন !
দেহ যদি পতির জীবন দান—
যাবে দিন মহাসুখে পত্নী পুত্র সনে।
রাণী আমি শুনহ তস্কর !
পতির উদ্দেশে সাজিয়াছি বেশ্যা-দাস।
মতি গতি প্রাণ, সর্ব্বস্ব আমার পতি,
কর পার বিষম সঙ্কটে,
কর দয়া—অতি দীনা আমি।

১ম চোর। যা থাকে অদৃষ্টে—নিয়ে চল্ ? চিরদিন ত পাপ ক'রে বেড়ালুম—যা থাকে অদৃষ্টে একটা ভাল কাজ করি আয়। সতী আশীর্ব্বাদ করলে কালীর কৃপা হয়।

[অলর্ককে লইয়া চোরদিগের ও বিষাদের প্রস্থান।

(সোহাগী ও উজ্জ্বলার প্রবেশ।)

সোহাগী। আমি এখনও তোমায় বল্‌ছি সাপ ঘেঁটিয়ে ছেড়ে দিওনা। রাজা জেগে যখন দেখ্‌বে যে আমি বন্দী, তখন আর এক ভাব হবে। প্রহরীর ত সব আক্কেল দেখ্‌লে ? সব ঘুমিয়ে পড়েছে না, ডেকে তুল্লুম তবে উঠ্‌ল। রাজা যদি জাগ্‌ত এখনি স্বচ্ছন্দে বেরুতে পার্‌ত। সকলে টাকার বশ—নয় ত রাজার গায়ে যে গহনা আছে দুখানা দিলেই ছেড়ে দেবে।

উজ্জ্বলা। তুই যা হয় কর, আমি হাতে ক'রে মার্‌তে পার্‌ব না।

সোহাগী। আহা এত দয়া গা! ওগো সর্ব্বনাশ! রাজা কোথা

চলে গিয়েছে, সেই বিষাদে ছোঁড়া নিয়ে পালিয়েছে, সর্ব্বনাশ হ'ল! আমি যে ধূতরা বেটে দিইছি, রাজা এখনও উঠেনি; তুমি দাঁড়াও আমি লোকজন নিয়ে ধরি।

[সোহাগীর প্রস্থান।

উজ্জ্বলা। দেখ ধর্ম্মের কর্ম্ম দেখ, কলিকাল কিনা, যার উপকার কর সেই বুকে ছুরি মারে! বিষাদটা এমন, আচ্ছা, যদি ধরতে পারি কুকুরে খাইয়ে মারব।

(জিৎসিং, শিবরাম ও সেনাপতির প্রবেশ।)

শিবরাম। এই সেই বারবিলাসিনী!

জিৎসিং। পাপিষ্ঠাকে বাঁধ। কোথায়, বেশ্যা-দাস রাজা কোথায়? পাপিষ্ঠা! সে মূঢ় রাজা কোথায়?

উজ্জ্বলা। দোহাই, দোহাই, আমি কিছুই জানি নে; আমি কত মানা ক'রেছি, রাজা আমায় জোর ক'রে রাজা ক'রেছে, মাধব জানে, তারে জিজ্ঞাসা কর।

জিৎসিং। মাধব কে?

শিবরাম। বনে যে মহারাজের নিকট আমাকে নিয়ে যায়।

জিৎসিং। তার কি বেশ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে নাকি?

শিবরাম। মহারাজ! সেই সকল অনিষ্টের মূল। সে চোরকে বলে চুরি ক'রতে, সাধুকে বলে সাবধান হ'তে।

উজ্জ্বলা। দোহাই মহারাজ! সেই পোড়ারমুখো আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

জিৎসিং। পাপিষ্ঠাকে নিয়ে যাও।

উজ্জ্বলা। দোহাই মহারাজ!

[উজ্জ্বলাকে লইয়া সেনাগণের প্রস্থান।

(একজন সেনাপতির প্রবেশ।)

জিৎসিং। কি বীরসিং ?

সেনাপতি। বিনা যুদ্ধে দুর্গ করগত।

জিৎসিং। সন্ধান কর রাজা কোথায় ? মন্ত্রি ! আমার ভগিনী কোথায় ?

শিবরাম। মহারাজ ! অপরাধ মার্জ্জনা করুন্, কয় দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি, তিনি যে কোথায় তার সন্ধান পাচ্চি না।

জিৎসিং। বোধ করি পাপিষ্ঠারা কারাগারে দিয়েছে, নতুবা বধ করেছে ! যদি আমার ভগ্নীর সন্ধান না পাই, মন্ত্রি ! আমার এই প্রতিজ্ঞা অযোধ্যা শোণিতে প্লাবিত ক'র্‌ব। যে রাজ্যে এত অত্যাচার সে রাজ্য নির্ম্মূল হওয়াই উচিত। তিনদিন অবসর দিলাম, অনুসন্ধান কর। মাধব কোথায়—তাকে ধর, সে নিশ্চয় সকল কথা জানে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বনপথ।

চারিজন চোরের প্রবেশ।

১ম চোর। ভাল, আমরা কেন মিছে গণ্ডগোল ক'রে মরি। আমাদের মাথার উপর মুরুব্বি আছে, সে এসে যা হয় বখরা দেবে।

২য় চোর। মুরুব্বিকে ধরবি, সে বড় এক গরাস্ খেয়ে নেবে, এঁটো কাঁটা চাট্টি আমাদিগের জন্য ফেলে রাখবে।

৩য় চোর। তুই ভেড়ো ত ভারি বেইমান্, তোর বাবার বয়সে এমন কখন লুটিছিস্? যার দৌলতে এত পেলি, সে হাত তোলা যা দেয় সেই ভাল।

৪র্থ চোর। তিনি ত বলেছেন যে এবার লুটের ত তাঁর বখরা নেই!

১ম চোর। সে ভালমানুষ যেন বলিইছে। যে লুট্ লোটা গিয়েছে, এর এক পাই পেলে নাতির নাতি ব'সে খায়। তা যার দৌলতে এই, তারে বখরা না দিলে কি ধর্ম্মে সবে? মাথার উপর ধর্ম্ম আছে জানিস্?

২য় চোর। যা বল যা কও, বখরা হয় হউক। কৌটোটা আমি ছাড়ব না, আমার ছোট মেয়েকে খেল্‌তে দেব।

৩য় চোর। আহা কি রসের কথা বল্লিরে! সে ভাল মানুষের ছেলে বখ্‌রা চাইলে না, কেবল বল্লে যে কৌটোটা আমায় দিস—তোদের ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে গিয়েছে, সেই কৌটোটা নিতে চাস্? সে মস্তঘরওয়ানা লোক, তাঁর চরণকৃপায় কত ভাঁড়ার লুটতে পা'র্‌ব তার আর কি ঠিকানা আছে। গরিব গুররোকে দিয়ে থুয়ে, কুটুম পাঁচ ঘরের খবর নিয়ে, আবাদি জমি কিনে মজায় থাকতে পা'র্‌ব।

২য় চোর। (কৌটা খুলিয়া) ওরে দেখ্ দেখ্ কেবল ভো কিছু নেই, কেবল কাগজে কি লেখে রেখেছে।

১ম চোর। তুই ভেড়ে খুল্লি কেন? পরের সামগ্রীতে হাত দেওয়া তোর কেমন রোগ!

২য় চোর। মুরুব্বিটে এঁচে ছিল যে কৌটোর মধ্যে মাণিক আছে—সাত রাজার ধন—তাই কৌটোটা চেয়েছে; যখন দেখ্‌বে ভুয়ো, কিছু কিছু হাত তোলা দিয়ে সব নিয়ে নেবে—কেবল মেহন্নতই সার!

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। সর্ব্বনাশ হ'ল! রাণী কোথা চলে গেল? আমার বুদ্ধিতে অযোধ্যায় রক্ত স্রোত বইবে!

১ম চোর। মশাই এসেছেন? বাঁচলেম্; এই মালের গাদা দেখুন, আপনার বখরা নিন্, আর আমাদের বখরা দিন্। যত সব ছোটলোক কেবল ঝগড়া ক'রে মরচে। দেরে দে, কৌটোটা দে।

মাধব। দেখি দেখি, দে।

২য় চোর। এই নিন্; ও কেবল ভুয়ো, ওর ভিতর হীরেও নেই, মাণিকও নেই, একখানা কাগজে কি নেখে রেখেছে।

মাধব। (কৌটা খুলিয়া) মা! তুমি কোথায়! একবার তোমার অধম সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। মা বৈষ্ণবি! একবার দেখা দাও, অকৃতি সন্তান পবিত্র হোক্। মা! মা! তোমার সন্তান কাঁদচে, গোলোক থেকে একবার দেখ! কৃপাময়ি! কৃপা ক'রে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমি বড় বিপদে পতিত।

৩য় চোর। ওরে একি ঢং, কৌটো খুলে কাঁদতে লেগেছে। মানুষটা কে বোঝা যায় না, খেপা না কি? মশাই! আপনি মুরুব্বি আমাদের বখরা ক'রে দিন্।

৪র্থ চোর। এ খেপা—দেখচিস্ নি? কতরকম পোশাক পরে; কখন রাজার, কখন পাগলের মতন।

মাধব। (স্বগতঃ) এঁ্যা এঁ্যা এদের সামনে কি করছি। (প্রকাশ্যে) ও আর বখরা কি! চারভাগ সমান ক'রে নে।

১ম চোর। আর আপনাকে কি দিতে হবে?

মাধব। আমিত আগেই বলেছি কিছু না। কেবল কৌটেটা নেব।

৩য় চোর। তাকি ভাল দেখায়, আপনি মুরুব্বি আপনি না থাক্‌লে কি রাজার বাড়ী চুরি কর্ত্তে ঢুকি? জমাদারের ডাকে দাঁত কপাটী যেতুম।

২য় চোর। ভাল মানুষের ছেলে যখন নিতে চাচ্চে না তখন তোর এত জোর জরাবতি কেন?

৩য় চোর। অধর্ম্মে! আপনার পেট ভরাতে পারলেই বাঁচ!

মাধব। ওরে না না। তোরা ঝগড়া করিস্ নি, আমার যে কথা সেই কায; যখন একবার বলিছি যে কিছু নেবোনা তা নোবুই না। এই কৌটোটা আমি নিলুম, তোরা আর সব নিগে যা। চারভাগ কর। (তদ্রূপ করণ) এই চারটে পাতা কার কোন্‌টা বল, কোন পাতাটা নিবি বল্?

১ম চোর। আজ্ঞে আমার এই পাতা।

৩য় চোর। আজ্ঞে আমার এইটে।

৪র্থ চোর। ছুটোর মধ্যে, আচ্ছা এইটে আমার।

২য় চোর। আর দেন ঐ বাকী পাতাটা—আর ভাল ভাল সব বেচে নিয়েচে।

মাধব। নারে তোর কপালেই ভালটা পড়েছে। খাবার মতন্ রেখে সব বিলিয়ে দিস্।—আরে এ মুক্তার মালা কোথা পেলি?

২য় চোর। (স্বগতঃ) এই রে লোভে পড়েছে!

১ম চোর। আজ্ঞে! এ রাজার গলার মালা।

মাধব। তুই কোথা পেলি।

১ম চোর। কেন রাজা রাণীকে যে কুটীরে এনেছি! রাজাটা নেশায় বেহুঁস্; শুনিছি নাকি নতুন রাজা হ'য়েছে।

মাধব। তোরা রাজা রাণীকে নিয়ে এলি কেন?

১ম চোর। রাণী ছেলেটা বল্লে এখানে থাক্‌লে রাজাকে মেরে ফেল্‌বে, বড় কাঁদাকাটি কর্ত্তে লাগ্‌ল, তুলে নিয়ে এলুম।

মাধব। তোরা বড় কায ক'রেচিস্, নিশ্চয় পাপীয়সীরা প্রাণবধ কর্ত্তো, একজন গিয়ে নূতন রাজাকে খবর দে যে রাজা রাণীর সন্ধান তোরা জানিস্, বিস্তর পুরস্কার পাবি।

২য় চোর। আর যদি ধরে ফেলে?

মাধব। না কোন ভয় নাই! তোরা অযোধ্যা রক্ষা করলি।

২য় চোর। কোন ভয় নেই ত?

মাধব। না, আমি বলছি কোন ভয় নেই।

১ম চোর। যখন মুরুব্বি বলছে ভয় নেই তখন চ।

২য় চোর। তাই চ।

[চোরদিগের প্রস্থান।

মাধব। ভগবন্! তোমার আশ্চর্য্য মহিমা! এ অধম তস্করের দ্বারা বোধ করি অযোধ্যা রক্ষা হবে। আমি আপনার বুদ্ধিতে সর্ব্বনাশ করেছিলাম – রাজার প্রাণ যেত, কাশ্মীরাধিপতির কোপে রাজ্যে মহামারী উপস্থিত হ'ত, বোধ করি এই তস্করদের হ'তে সকল দিক্ রক্ষা হবে।

[মাধবের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কুটির।

(অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় অলর্ক ও পার্শ্বে বিষাদ।)

অলর্ক। বিষাদ! আমি হেথায় কেন? আমার শরীরে বল নাই, মস্তিষ্ক ঘূরছে, আমায় কোথায় এনেছে! আমার বোধ হয় যেন হলাহল পান করেছি।

বিষাদ। মহারাজ! উজ্জ্বলা আপনাকে বন্দী ক'রেছিল। সে কুলটা আপনাকে ভাঙ দিয়েছিল যার প্রভাবে আপনার এরূপ দশা।

অলর্ক। আমায় হেথায় আনলে কে?

বিষাদ। আমি প্রহরীদের ভাঙ দিয়ে অচেতন ক'রে, কতকগুলি বন্ধু তস্করের দ্বারা আপনাকে বাহিরে এনেছি।

অলর্ক। আমায় বন্দী করেছিল কে? আমি কিছু বুঝ্তে পারচিনি।

বিষাদ। উজ্জ্বলা আপনাকে বন্দী করেছিল।

অলর্ক। বিষাদ! যা বল্ছ একি সত্য? না এ কোন কৌতুক? যদি কৌতুক হয় ক্ষান্ত হও। তুমি জাননা আমার প্রাণের ভিতর কি হচ্চে, উজ্জ্বলা আমায় বন্দী করেছে? একি সম্ভব? বিষাদ! তুমি বালক, তোমায় ভালবাসি, তুমি মিথ্যা বলোনা!

বিষাদ। মহারাজ! মিথ্যা বলছি না, সত্যই আপনাকে বন্দী করবার জন্য ভাঙ দিয়েছিল, তার অভিপ্রায় আমি সোহাগীর নিকট শুনেছি। যদি আপনাকে না দেখে প্রজারা কোন গোল না করে, তাহলে দু একদিনের মধ্যে আপনার প্রাণ বধ ক'রত!

অলর্ক। অসম্ভব! নহে অসম্ভব—
রমণীতে সকলই সম্ভব
উজ্জ্বলায় সকলই সম্ভব!
সর্প সম চিকণ আকার,
সর্প সম কুটিল ব্যাভার,
সর্প সম দংশিয়াছে বার বার;
তবু কেন ভুলিতে না পারি তারে!
কে জানে কি মনের গঠন
এত অযতন, তবু তার প্রতি ধায়;
একি প্রেম! শতধিক্ প্রেমে!
প্রেমে নাহি আনন্দের লেশ্
সকলই গরলময়!
সুধাই তোমায়—তুমি কেন কর দয়া
মম সম ভাগ্যহীন জনে?

বিষাদ। মহারাজ! তোমা বিনে কে আছে আমার?
তুমি প্রাণ ধন জীবনের সার
তুমি প্রভু ইষ্টদেব মম।
আমি তোমা হেতু বেশ্যার নফর,
তোমা হেতু বেশ্যাসনে করি ছল!
শূন্য ধরা তোমারে না হেরে তিল।

স্বর্গ সুখ তব সহবাসে,
সুধা ক্ষরে তব মৃদু হাসে,
পরশে পবিত্র হয় প্রাণ,
ধ্যান জ্ঞান সর্ব্বস্ব আমার তুমি!

অলর্ক। কহ কে তুমি বালক বেশে?
দেহ পরিচয় না সয় সংশয়;
বুঝি প্রেম পেয়েছি ধরায়!
গেছে রাজ্য, যাক্—নাহি তায় প্রয়োজন।
পেয়েছি অমূল্য ধন প্রণয় তোমার।
কহ তুমি পুরুষ কি নারী?
হৃদে ধরি স্নিগ্ধ করি তাপিত অন্তর,
আমি জর জর সাপিনীর বিষে—

বিষাদ। ভালবাসি সেই ভাল, বাড়াও না আশা
জ্বলিবে পিপাসা, তৃষানলে দগ্ধ হবে প্রাণ;
আমি বহু যত্নে বুঝায়েছি মনে
এ জীবনে পাইব না তব ভালবাসা।
কেঁদে কেঁদে শিখেছি রাজন্!
তব প্রেমে নাহি মম অধিকার।
আশা পরিহরি ধৈর্য্য ধরি
যায় দিবা এক ভাবে;
তোমার কথায় কত কথা মনে হয়,
সাগর তরঙ্গ ওঠে,
বাসনায় ব্যাকুল অন্তর।

অলর্ক। ধ্রুবতারা তুমি মম বিপদ সাগরে,

তুমি বন্ধু জীবন সর্ব্বস্ব মম।
কি কহিব—দেখাবার নয়,
কত মনে হয়!
এ সংসার নহে সুখাগার—
হইলে পুরুষ নারী আমরা দুজনে—
পবিত্র বন্ধনে থাকিতাম বাঁধা পরস্পর,
স্বর্গ হ'ত কলুষিত ধরা।

বিষাদ। মহারাজ! যদি কোন কুহকের বলে
অকস্মাৎ হই নারী,
কহ সত্য করি, মনে কি ধরিবে তব?
পত্নী ব'লে চরণে কি দেবে স্থান?

অলর্ক। কে তুমি হে দেহ পরিচয়?
এস এস হৃদয়ে আমার,
ত্যজ ছল, কহ সত্য পুরুষ কি নারী?

বিষাদ। আমি নারী।

অলর্ক। এস ধরি হৃদয়ে তোমায়;
প্রেমময়ি! প্রেম কর দান।
আমি প্রেম আশে করিয়াছি বেশ্যা উপাসনা।
শুন লো ললনা! আমি প্রেমের ভিখারী;
দেহ প্রেম প্রেমময়ী তুমি!

বিষাদ। দেখো রাজা!
পরিচয়ে নাহি হয় ঘৃণার উদয়।

অলর্ক। কেন কর ছল,
শীঘ্র বল কে তুমি সুন্দরী?

প্রাণেশ্বরি! ক'রোনা বঞ্চনা।

(আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।)

(নেপথ্যে)। এই ঘরে রাজা আছে।

বিষাদ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ—উঠুন পালান্, বুঝি আপনাকে বধ কর্‌তে আস্‌ছে।

অলর্ক। (উঠিতে গিয়া) উঃ আমার মস্তিষ্ক ঘুর্‌ছে ; চরণে বল নাই—তুমি পালাও। আমার জন্য অপেক্ষা ক'রোনা আপনার প্রাণ রক্ষা কর, আমি চলৎশক্তিরহিত ; বিষাদ পালাও।

(দুইজন অস্ত্রধারীর প্রবেশ।)

১ম অস্ত্রধারী। বালক! পথ ছাড়।

বিষাদ। ভগবান্! মহারাজকে রক্ষা কর।

২য় অস্ত্রধারী। বালক! ভাল চাও ত পথ ছাড়।

অলর্ক। বিষাদ! পথ ছাড়—পালাও।

বিষাদ। আমার প্রাণ বধ না ক'রে যেতে পার্‌বে না।

২য় অস্ত্রধারী। তবে মর।

(বিষাদের পতন।)

অলর্ক। কেরে চণ্ডাল!

বিষাদ। প্রাণেশ্বর! মৃত্যুকালে এই খেদ রহিল যে প্রাণ দিয়ে তোমার প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পাল্লেম না।

(জিৎসিংএর প্রবেশ।)

জিৎসিং। এ কে! সরস্বতী! কে সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

বিষাদ। দাদা এসেছ, আমার পতির প্রাণ রক্ষা কর,

আমার পতি বিপন্ন, রাক্ষসীর ছলে বিপন্ন—দাদা! আমার প্রাণপতিকে বাঁচাও।

অলর্ক। (সরস্বতীকে বুকে লইয়া)

প্রিয়ে! এত দুঃখ দিয়েছি তোমায়;
গৃহে মম অমূল্য রতন,
মৃত্তিকা তুলিতে ডুব দিয়েছি সাগরে।
হায়! এ জ্বালা কি ভুলিব জীবনে,
প্রিয়ে! প্রিয়ে! মেলহ নয়ন, হ'ওনা নিঠুর—
যেওনা আমারে ছেড়ে বিপদ-সময়ে।

বিষাদ। নাথ! শোক ক'রোনা, আমার মত ভাগ্যবতী রমণী আর নাই; আমি পতির কোলে প্রাণত্যাগ কর্‌ছি। দাদা! আমার প্রাণপতির যেন কোন অকল্যাণ না হয়। তুমি আমার জন্য খেদ ক'রোনা, আমার ন্যায় পুণ্যবতী কেউ নাই, দেখ এ পর্ণকুটীর স্বর্গ হ'তে প্রিয়। পতি আমায় কোলে নিয়েছেন। প্রাণনাথ! বিদায়-দাও—(মৃত্যু)

জিৎসিং। দেখ্‌ দুরাচার কুৎসিৎ ব্যাভার তোর।

অলর্ক। প্রিয়ে! প্রিয়ে! আমার পানে চাও, কথা কও; তুমি ত কখন অবাধ্য নও, কেন কথা শুন্‌ছ না। কাশ্মীরপতি! তোমার কি অস্ত্রে ধার নাই? আমি যদি হ'তেম পত্নীঘাতককে এই দণ্ডেই দ্বিখণ্ড কর্‌তেম। আহা! আহা!! প্রাণেশ্বরি! কোথায় গেলে!

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শ্মশান।

(অলর্ক, জিৎসিং ও শিবরামের প্রবেশ।

অলর্ক। চিতা ভস্ম আদরে পবন মাখে গায়,
বিহঙ্গিনী গায়।
কলুষিত সঙ্গ ত্যজি পঙ্কিল ধরায়—
গেছে বিমলিনী বামা বিমল ভুবনে।
মানবের সনে কোথা দেবীর মিলন!
তাই বালা ছেদিয়া বন্ধন,
দেবলোকে করে বাস দেবতার সনে।
জ্বলে প্রাণ—জ্বলে,
ধরাতলে কে অভাগা মম সম!
কোথা পাব সেই পূতবারি?
যাহে স্নিগ্ধ করি প্রাণের সন্তাপ।
দাবানল—দাবানল জ্বলে,
নাবি যদি সমুদ্র সলিলে
সুখাইবে জলনিধি—
অন্তরের তাপে, বহ্নি হইবে শীতল।
ভুজঙ্গম ত্যজিবে গরল,
কোথা স্থান নির্ব্বাণ করিব হুতাশন,

ডরে মৃত্যু না আসিবে কাছে—
পাছে যমপুরী ভস্ম হয় মম অনুতাপে।
সরস্বতি! সরস্বতি!
প্রাণপ্রিয়ে সরলা আমার।

শিবরাম। মহারাজ! যা হবার হ'য়ে গেছে, অনুতাপে করবে না। রাজ্য শত্রুকরগত, কাশ্মীরপতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রে প্রজাপালন করুন। কনোজ ঈশ্বরও অগ্রসর, যাতে সমস্ত রক্ষা হয় তার উপায় বিধানে যত্নবান হ'ন।

অলর্ক। মন্ত্রি!

আজীবন তব বাক্য করিয়াছি হেলা,
কর অধমে মার্জ্জনা!
বাক্য তব রাখিতে নারিব।
দেখ মন্ত্রি! শাখী পরে—
মন সুখে মুখে মুখে কপোত কপোতী,
শারি শুকে করে কেলি,
কোথা মম প্রাণেশ্বরী—
প্রিয়া বিনে চারিদিক শূন্যময় হেরি।
প্রাণশূন্য হের কায়া পুতলীর প্রায়,
মুকুটের রত্ন মম ফেলেছি সলিলে;
সে রতন এ জীবনে নাহি পাব ফিরে।
যাও মন্ত্রি!
বাতুলের সনে নাহি কর বাদ অনুবাদ।

জিৎসিং। মহারাজ! আর বিলাপে ফল কি, বিধাতার বিড়ম্বনা কারুর হাত নাই—যদি তোমার কোন দোষ থাকে,

তোমার অনুতাপে সহস্র প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। আমি ম
করেছিলেম, আমার মৃত ভগ্নীর অনুরোধেও তোমায় মার্জ্জ
কর্ত্তে পার্‌ব না, কিন্তু আমি সরল প্রাণে বল্‌ছি তোমার দুঃ
আমি দুঃখিত। ঈশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করেছেন, তুমি ভু
যাও, রাজকার্য্যে মন দাও।

অলর্ক। ভুলিবারে চাই—
ভুলাও আমায়!
সেত নয় ভুলিবার।
জ্বলন্ত অক্ষরে,
লিপিবদ্ধ মস্তিষ্ক মাঝারে;
কেমনে ভুলিব বল?
সমীরণ কয় পত্নীঘাতী এ দুর্জ্জন।
শুন অগণন প্রাণী,
শূন্যে কহে বাণী
এই সেই পত্নিঘাতী।
হের মম পদভরে কম্পিতা মেদিনী-
শুন গভীর মেঘের ধ্বনি
করিতেছে তিরস্কার।

শিবরাম। কাশ্মীরপতি! এঁর সঙ্গে কথা কওয়া বিফল। শোকানল কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্ব্বাণ না হ'লে কোন যুক্তি শুন্‌বেন না, চলুন আমরা যাই। আমি সত্যই মহারাজকে বল্‌ছি, রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই। আপনি দেখ্‌বেন আসুন—সৈন্য ব্যয়ের নিমিত্ত যে অর্থ চাচ্চেন, প্রজার নিকট কর লয়ে, সাত বৎসরে তাহা পূর্ণ হবে না। উনি

শোক করুন, শোক না ক'রে কোনরূপেই শান্তিলাভ কর্ত্তে পারবেন না।

জিৎসিং। চল—যা যুক্তি হয় কচ্চি, কিন্তু ইনি যদি ভীষণ অনুতাপে আত্মহত্যা ক'রে ফেলেন; এর ত এখন উন্মাদ অবস্থা।

শিবরাম। সতর্ক প্রহরী থাকুক।

জিৎসিং। সেই উত্তম পরামর্শ,—তুমি প্রহরীদের বলে দাও।

[জিৎসিং ও শিবরামের প্রস্থান।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।)

অলর্ক। পূতপ্রবাহিণি! তুমি অনেক স্থান ভ্রমণ ক'রে আস্‌ছ, কিন্তু আমার ন্যায় পাতকী কি কোথাও দেখেচ? দেখেচ? তারা কোথা; তোমার গর্ভে—তবে তুমি পবিত্র বারি নও; আমার ন্যায় পাষণ্ড যখন তোমায় স্পর্শ ক'রেছে, তুমি পবিত্র বারি নও! কোথায় যাব, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করে দেখি যদি প্রিয়াকে পাই। সেত আমায় ছেড়ে থাকৃতে পারেনা, সে আমার সহবাস-আশায় বেশ্যার কিঙ্করী হ'য়েছিল, তবে কোথায় প্রিয়ে! নাই,—নাই,—প্রিয়া আমার নাই! দেখি, খুঁজে দেখি, কোথায় যাব, আর ত পা চলে না, এইখানেই বসি। ম'র্‌ব না, ম'রে প্রিয়াকে দেখ্‌তে পাবনা, প্রাণেশ্বরীকে না দেখে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ব না, সরস্বতি! সরস্বতি! কোথায় তুমি? চিতা ভস্ম বুকে দিই—যদি প্রাণ শীতল হয়, আনন্দে পবন চৌদিকে ছড়াচ্চে, পবিত্র ভস্ম, পৃথিবীতে প্রবাহিত হ'য়ে পবন কলুষিত হ'য়েছে—তাই আদরে অঙ্গে মাখ্‌ছে। ওঃ! যে পৃথিবীতে আমার বাস সে নরক হতেও ভীষণ।

১ম, প্র। ও পাগল অমন কচ্চে ভাই, আমরা একটু ঘুমুই গে চ।

২য়, প্র। তাই চ, মরা অমনি সহজ আর কি? কাল রাত্ত থেকে ঘুরে ঘুরে প্রাণান্ত,—না হয় চাক্‌রী ছাড়িয়ে দেবে—আর পারি না।

১ম, প্র। চাক্‌রী ছাড়িয়ে দেবে কেন? ও একটু কেঁদে কেটে বাড়ী চলে যাবে এখন, চল একটু আরাম করিগে, বৃষ্টি এলো, কে ভিজে মরে।

[প্রস্থান।

অলর্ক। বজ্র! তুমি বিফল তর্জ্জন গর্জ্জন ক'চ্চ, আমার নিকট আস্‌তে তোমার সাহস হবে না। দেখ, বৃত্রাসুরের মস্তক হ'তেও আমি কঠিন। কাদম্বিনি! তুমি কি সরস্বতীর নিমিত্ত রোদন ক'চ্চ? বিফল রোদন, আর তারে পাবে না; সে আমার কাছে নাই—আমি তারে বধ ক'রেছি। সৌদামিনি! দ্রুত গমনে পৃথিবী অনুসন্ধান কর। কলুষিত ধরায় সে নাই! তুমি ভুবনব্যাপী, দেবী মানবের নিকট থাকে না, তাকি তুমি জাননা? যাও পবিত্র লোকে যাও—তথায় প্রিয়ার দেখা পাবে, হেথা নাই!—হেথা নাই!!—হেথা নাই!!!

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। (স্বগত) হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম। ভগবান্! আমি অজ্ঞান, আমি জান্‌তেম না, কুকার্য্য দ্বারা সৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

অলর্ক। কেও মাধব?

মাধব। মহারাজ! মার্জ্জনা করুন; আমি সেই নরাধম।

অলর্ক। মাধব! তুমি আমায় মার্জ্জনা কর, বোধ করি আমি তোমার নিকট বিশেষ অপরাধী—নচেৎ কেন তুমি আমায় এ গুরুতর শাস্তি দিলে, অতি গুরুতর শাস্তি—মাধব আমি তোমাকে দিতেও প্রস্তুত নহি।

মাধব। মহারাজ! কর তিরস্কার
কিন্তু শুন উদ্দেশ্য আমার,
এক মাতৃগর্ভে জন্ম তোমার আমার,
আছে আর তিন সহোদর।
মাতৃ উপদেশে,
কিশোর বয়সে
চারিজনে হইয়াছি বনবাসী—
দিবানিশি কৃষ্ণপদ করি ধ্যান।
পরে লোকমুখে শুনি
সহোদর সংসারে বিলিপ্ত মম,
তাই রাজা! ত্যজিয়ে গহন,
রাজ্য মধ্যে করিনু প্রবেশ।
আমি কনোজে মাতাই,
কাশ্মীর রাজার কাছে যাই।
অন্তরের ছিল অভিলাষ,
নৃপমণি! ছাড়ি রাজ্যবাস,
সন্ন্যাস আশ্রম করিবে গ্রহণ,
পাঁচ ভাই আনন্দে বঞ্চিব।

অলর্ক। তুমি সহোদর মম!

কেন অগ্রে দাও নাই পরিচয়?
কি হেতু কুটীল পন্থা করিলে গ্রহণ?
যদি তুমি আসিয়ে সভায়,
বলিতে আমায়,
চল ভাই বনবাসে যাই—
হইতাম আনন্দে বিভোর।
আলিঙ্গন করিয়ে তোমায়
স্নিগ্ধ হ'ত এ জীবন।
দেখি নাই ভ্রাতৃ মুখ কভু
চিরদিন ছিল সাধ—
হেরিবারে তোমাদেরি মুখ।
কিন্তু আর নাহি সেই প্রাণ,
হ'য়েছে শ্মশান,
যাও ফিরে কানন আবাসে—
দেখ চিতারজে সেজেছি সন্ন্যাসী,
কিন্তু নাহি করি ঈশ্বর প্রয়াস।
ছেড়ে গেছে প্রিয়া,
তার প্রেমে বিভূতি মেখেছি গায়।

মাধব। আমার অন্য কার্য্য নাই, গোলোকবাসী জননী যে সম্পুট তোমায় দিয়েছিলেন, সেইটী তোমায় দিতে এসেছি। আমার উপদেশে তস্করেরা অপহরণ করেছিল, তুমি নাও তোমার সন্তাপ দূর হবে।

অলর্ক। দাও—

আদরে জননী মোরে করেছেন দান

কিন্তু শোন শান্তি নাহি চাই ;
মনোখেদে প্রিয়া মম
ধরিল "বিষাদ" নাম ;
বলিত সে অভাগিনী,
বিষাদে অন্তরে দেছে স্থান,
সে বিষাদ যতনে রাখিব হৃদয়ে।
দেখি কি আছে সম্পুটে—

(সম্পুট পড়িয়া)

"বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুসূদন,
তাপ্ দূর হবে সার কর শ্রীচরণ।"
এ সম্পুট নাহি প্রয়োজন,
জননীর আদরের দান,
গভীর সলিল মাঝে কর অবস্থান।

(সম্পুট জলে নিক্ষেপ)

সম্পদ না চাই—বিপদ বাসনা মম,
যাও, নাহি রহ উন্মত্তের কাছে ;
ফিরে যাও বিপিনে সন্ন্যাসী,
হা প্রিয়ে ! কোথা তুমি ?

[অলর্কের প্রস্থান।

মাধব। কি হ'ল, কি ফল লাভ কর্‌লেম ? মা ! তুমি গোলোক থেকে উপায় না করলে আর কোন উপায় নাই, আমি সুধাআশে সমুদ্র মন্থন কর্‌লুম—গরল উঠ্‌ল।

(তিনজন ফকিরের প্রবেশ।)

মাধব। ভাইরে ! সর্ব্বনাশ—অলর্ক উন্মত্ত হ'ল। জায়া

শোকে বিহ্বল, মাতৃদত্ত সম্পুটও জলে নিক্ষেপ কর্‌লে। দেখ, তোমরা যদি কোন উপায় কর্‌তে পার, চল, দেখি কোথায় গেল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য—শ্মশানস্থ বৃক্ষতল।

অলর্ক। (স্বগতঃ) আর কোথায় যাব, এই স্থানেই অবস্থান করি, আর পা চলে না, অঙ্গ অবশ হচ্চে। (শয়ন)

(রাজমাতার আবির্ভাব—ছায়ামূর্ত্তি।)

রাজমাতা। ত্যজ খেদ সন্তান আমার।
সুখ দুঃখ অনিত্য সংসারে।
দেখ আমি ব্যাকুলা তোমার তরে,
এসেছি গোলোক ত্যজি তোমার কারণ;
বাপধন্! শোক ভিক্ষা দেহ জননীরে!
কর বৈরাগ্য আশ্রয়,
সার কর হরির চরণ।

অলর্ক। মা! দেখা হলো—হলো ভাল, তুমি আমার সরস্বতীকে খুঁজে এনে দাও, নহিলে আমি সুখ চাইনে, প্রেম চাইনে, আনন্দ চাইনে; আমি নারকী, নরকে অবস্থান কর্‌ব। মা! এ জ্বালা আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না।

রাজমাতা। বৎস! চেয়ে দেখ, সরস্বতী আমার সঙ্গে, আমরা এক লোকে বাস করি, সে তোমায় অনুরোধ করতে এসেছে, তুমি অনিত্য শোক ত্যাগ কর। মধুসূদনের শরণাগত হও, নহিলে তুমি আমাদের কাছে আসতে পারবে না, তোমার অধোগতি হবে, আমরা বড় ক্লেশ পাব।

অলর্ক। কৈ মা! আমার সরস্বতী কৈ? আমায় দেখাও,—আমায় যা বলবে তাই ক'র্‌বো।

রাজমাতা। এই যে সরস্বতী তোমার সম্মুখে। যাও, তোমার ভ্রাতারা তোমার জন্য মর্ম্মপীড়িত, অনুতাপে দগ্ধ। তারা তোমার মঙ্গল কামনা করছিল, হিতে বিপরীত হ'ল, তাদের মার্জ্জনা কর।

অলর্ক। কৈ সরস্বতী কৈ? প্রিয়ে! কোথায় তুমি?

সরস্বতী। নাথ! এই যে আমি।

অলর্ক। কৈ? কৈ? আমায় আলিঙ্গন দাও।

সরস্বতী। প্রাণনাথ! আমরা সূক্ষ্ম শরীরী, আমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি চিন্তা ক'রোনা, আমি মা'র কাছে পরম সুখে আছি। জানত আমি প্রেমিকের পূজা করতে ভালবাসি, গোলোকে আমি রাধাকৃষ্ণের পূজা করি। তুমি মধুসূদনের শরণাপন্ন হ'য়ে গোলোকে এস, উভয়ে পূজা ক'র্‌বো।

অলর্ক। না না তুমি আমার হৃদয়ে এস।

অলর্ক। (নিদ্রাভঙ্গে) কৈ! কৈ! কে কোথায়! একি স্বপ্ন! কে আমায় বলছে স্বপ্ন নয়! না স্বপ্ন নয়! প্রিয়া আমার গোলোকে—এ কথা নিশ্চয়। স্বপ্ন মিথ্যা—প্রিয়া গোলোকে এ কথা মিথ্যা নয়! আজীবন প্রেম উপাসনা

করেছে, নইলে আর কোথায় তার স্থান। মা! তোমার কথা রাখ্ব, সহোদরদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ব, আমি মধুসূদনের উপাসনা ক'রে তোমাদিগের নিকট যাব।

(তিনজন ফকিরের প্রবেশ।)

অলর্ক। তোমরা কি আমার সহোদর?

১ম ফঃ। হ্যাঁ ভাই, আমাদের মার্জ্জনা কর।

২য় ফঃ। দেখ আমাদের জ্যেষ্ঠ যাঁকে আমরা পূজা করি, তোমার জন্য অধীর হয়েছেন। তিনি তোমার মঙ্গল কামনায় তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার ক'রেছিলেন, সহোদরকে ভিক্ষা দাও, আমাদের মার্জ্জনা কর।

অলর্ক। শুন ভাই! মা এসেছিলেন, তিনি গোলোক থেকে এসেছিলেন, আমি সরস্বতীকে দেখেছি, আর আমার ক্ষোভ নাই। ব'লছ স্বপ্ন—স্বপ্ন নয় সত্য—দেবাঙ্গনাদের গোলোকেই স্থান।

১ম ফঃ। তুমি ভাগ্যবান্—কোথায় দেখ্‌লে?

অলর্ক। এই স্থানে মধুর বচনে আমায় সম্ভাষণ কর্‌লেন। সত্য—স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়! মাকে দেখেছি, প্রিয়াকে দেখেছি, তারা সুখে আছে।

২য় ফঃ। একি উন্মত্ততা?

৩য় ফঃ। আহা! জায়া শো'কে বিহ্বল হ'য়েছেন!

অলর্ক। ভাবছ স্বপ্ন,—দেখ স্বপ্ন আর সত্যের প্রভেদ আমি জানি। তুমি আমায় জ্ঞানহীন বিবেচনা কর্‌ছ? আমি জ্ঞানহীন নহি, আমি মধুসূদনের উপাসনা ক'রে তাঁদের নিকট যাব।

যেখানে আমার জননী আছেন, যেথানে আমার প্রাণপ্রিয়া আছেন, মা বলেছেন, প্রিয়া বলেছেন, একথা মিথ্যা নয়! আমি আবার তাঁদের দেখ্ব চল্, আমায় জ্যেষ্ঠের নিকট নিয়ে চল, আমি তাঁর পদে প্রণাম করে মধুসূদনের উদ্দেশে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য—নদীতীরস্থ শ্মশান।

(উজ্জ্বলা ও সোহাগীর প্রবেশ।)

উজ্জ্বলা। সোহাগি! আর আমি চল্‌তে পারিনি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ গেল।

সোহাগী। চল্ চলে চল্, এ রাজ্যের বাহিরে না গেলে, কেউ একটু মুখে জল দেবেনা, চল্ লোকালয়ে চল্।

উজ্জ্বলা। মাথা মুড়ান দেখে আমাদের কেহ স্থান দেবেনা। রাজদূত ঢেঁড়া দিয়ে গেছে জানিস ত?

সোহাগী। তবে তুমি থাক, আমি চল্লুম্।

উজ্জ্বলা। সোহাগি! দাঁড়া দাঁড়া কাজ আছে।

সোহাগী। আবার তোমার কি কাজ?

উজ্জ্বলা। ঐ দেখ!

সোহাগী। কি?

উজ্জ্বলা। ঐ মাধব, আমার বড় পিপাসা পেয়েছে, ওর বুক থেকে রক্ত খাব—এই দেখ ছুরী আছে, আমি পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

(মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। কৈ! এখানে ত অলর্ক নাই? ভগবান্! আমার পাপের কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে? প্রভু! আমার অশান্তি দূর কর। আমি যার জন্যে সংসারে মিশ্‌লেম, যার জন্যে বেশ্যালয়ে গেলেম, যার জন্যে চোরের উপাসনা কর্‌লেম, যার জন্যে ছলনাময় জীবন কর্‌লেম, সে আশা আমার বিফল হ'লো।

(উজ্জ্বলা কর্ত্তৃক মাধবের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

মাধব। কেরে! এতে কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে? সতী সরস্বতী মা! দেখে যাও,—তোমার অভিশাপ পূর্ণ হ'লো। আমার বক্ষে শেলাঘাত হ'য়েছে, মাগো এখন কি আমায় মার্জ্জনা কর্‌বে।

উজ্জ্বলা। ওরে সোহাগি! আয় আয় এই রক্ত খা, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

মাধব। কেও—উজ্জ্বলা! আমায় মার্জ্জনা কর।

উজ্জ্বলা। হা হা—তুই এখনি মর্‌বি, আমার মনের তৃপ্তি হ'লো, আমার চুল মুড়িয়ে দিয়েছে, শোধ গেল।

(নেপথ্যে) ওরে এই দিকে আয়, মুরুব্বি এই দিকে আছে।

উজ্জ্বলা। ওরে সোহাগি! পালা! পালা! ধ'র্‌তে আস্‌ছে।

সোহাগী। আর কোথায় যাব—এখনি ধরে প্রাণ বধ কর্‌বে।

উজ্জ্বলা। দেখ্ দেখ্ সোহাগী—ভাবচিস্ কেন? এই সাম্‌নে নদী,—এতে ডুব দিলে অনেক দূর গিয়ে পড়্‌ব, কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না।

সোহাগী। সে কি?

উজ্জ্বলা। (সোহাগীকে ধরিয়া) আমি তোকে ছাড়্‌ব না,

সঙ্গে নেবো, দুজনে কুকার্য্য ক'রে বেড়িয়েছি, চল এক সঙ্গে নরকে যাই।

সোহাগী। ওরে বাপ্‌রে খুন কর্‌লেরে।

উজ্জ্বলা। না, আমি একা যাবনা।

(সোহাগীকে ধরিয়া নদীতে ঝম্প প্রদান)

(চোরদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম চোর। আহা! আহা! একি সর্ব্বনাশ!

২য় চোর। ওরে ভাই, মুরুব্বি যে বলে দীননাথকে ডাক্‌লে বিপদ যায়, আহা! মুরুব্বীর যে বড় বিপদ আয় দীননাথকে ডাকি।

সকলে। দীননাথ! দীননাথ!

মাধব। কেরে, চরমকালে কে বন্ধু এলে? তোমরা এসেছ, দেখ আমার সঙ্গে আর তিনজনকে দেখেছিলে তাদের ডেকে দাও—আমার মৃত্যুকালে এই উপকার কর।

২য় চোর। এই যে তাঁরা আস্‌ছেন।

(তিনজন ফকির ও অলর্কের প্রবেশ।)

১ম ফঃ। একি প্রভু একি হ'ল! কে সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

মাধব। ভাই এসেছ, যদি অলর্কের দেখা পাও, বলো, আমি মৃত্যুকালে তার নিকট মার্জ্জনা চেয়েছি। সে সদাশয় মুমূর্ষুর কথা ঠেল্‌বে না, সেই বেশ্যা আমায় ছুরী মেরেছে—ভাইরে এতে কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

২য় ফঃ। দাদা, দাদা, চেয়ে দেখুন, এই যে অলর্ক।

মাধব। ভাই কোথা তুমি? আমি চক্ষে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, তুমি বল আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে?

অলর্ক। আহা! কি সর্ব্বনাশ হলো! দাদা! আপনি সদাশয়, দেখুন, আমি আপনার অবাধ্য হ'য়েছিলুম, আমায় মার্জ্জনা করুন, আমার মা এয়েছিলেন, প্রিয়াকে দেখেছি, আমি তাঁদের উপদেশে তোমাদের চরণ কৃপায় মধুসূদনকে ডেকে গোলোক-ধামে যাব। দাদা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

মাধব। ভগবান্! বুঝি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো, মৃত্যুকালে আমার প্রাণে শান্তি এলো। অলর্ক হরি উপাসনা কর্‌বে।

অলর্ক। দাদা! দেখ দেখ মা এসেছেন, সরস্বতী এসেছে, তোমায় নিতে এসেছেন, তুমি মার সঙ্গে পরমানন্দে থাক্‌বে। ঐ দেখ জননী তোমার কাছে আসছেন!

(অলর্ক ব্যতীত সকলে) কৈ কৈ ?

মাধব। দেখ্‌তে পাচ্ছনা, ঐ যে জননী এসেছেন, ঐ দেখ হাস্যময়ী প্রতিমা। ভাই বিদায় দাও মা ডাকছেন।

(মাধবের মৃত্যু)

(অলর্ক ব্যতীত সকলে) হায়! প্রভু কোথায় গেলে?

অলর্ক। কেন শোক কর, ঐ দেখ তিনি অগ্নিবর্ণ বিমানে জননীর কোলে বসে চলেছেন, আমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন, ঐ দেখ! ঐ দেখ! তোরা কাঁদচিস্ কেন? গোলোকনিবাসী গোলোকে চল্লো। দাদার প্রীতার্থে হরিধ্বনি কর।

সকলে। হরিবোল!

যবনিকা পতন।